রাঁচি, শুক্রবার
27:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>023 >>09 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০২৩ >> << ০৯ই, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

একজন কট্টরপন্থি রিপাবলিকান হলেন হাউজ স্পীকার

ওয়াশিংটন : রিপাবলিকানদের ব্যাপক সমর্থনে লুইজানা অঙ্গরাজ্যের কট্টরবাদী রিপাবলিকান সদস্য মাইক জনসন বুধবার প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকার পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এর ফলে রিপাবলিকান দলের ভেতরের বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটলো। বিগত সপ্তাগুলোর দ্বিমত বাদ দিয়ে এবং শাসনকাজ চালিয়ে যেতে সকল রিপাবলিকানের প্রথম ব্যালটেই জনসন বিজয়ী হলেন। রিপাবলিকান দলের হাউজ নেতৃত্বের পেছনের সারির সদস্য, জনসন ছিলেন এই পদের জন্য রিপাবলিকান দলের চতুর্থ মনোনীত ব্যক্তি। যদিও জনসন দলের শীর্ষ বাছাই ছিলেন না , তবু তিনিই ভোটে জয়লাভ করলেন।

বাজার দর
SENSEX : 63148.15 -900.91
NIFTY : 18857.25 -264.91

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .13 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .51 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নির্বাচনের ২৮ বছর পর প্রাপ্য চাকরি পেলেন আবেদনকারী

নয়া দিল্লি : ভারতের শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে নির্বাচনের ২৮ বছর পর প্রাপ্য চাকরি পেলেন ভারতের এক ব্যক্তি। অঙ্কুর গুপ্তা নামে এই ব্যক্তি ১৯৯৫ সালে পোস্টাল বিভাগে চাকরির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। ২৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে অবশেষে সেই চাকরি পেলেন তিনি।

১৯৯৫ সালে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য আবেদন করেছিলেন অঙ্কুর। প্রি-এডুকেশন প্রশিক্ষণের জন্য তিনি নির্বাচিত হলেও পরে মেরিট লিস্ট থেকে তার নাম বাদ পড়ে। কর্তৃপক্ষ জানায়, তিনি ভোকেশনাল স্ট্রিম মারফত ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পড়াশোনা শেষ করেছেন, যা এই পদে আবেদনের জন্য বৈধ নয়।

এই ঘটনার পরেই সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন অঙ্কুর সহ অন্যান্য অসফল চাকরিপ্রার্থীরা। ১৯৯৯ সালে সেই ট্রাইব্যুনাল অঙ্কুরদের পক্ষেই রায় দেয়। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল এর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ২০০০ সালে

এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট। ১৭ বছর মামলা চলার পর পোস্টাল বিভাগের দাখিল করা সেই পিটিশন বাতিল করে দেয় হাইকোর্ট। এরপর রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হলে চার বছর পর সেটিও খারিজ করে দেয় এলাহাবাদ উচ্চ আদালত। এরপরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট। ভারতের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং দীপঙ্কর দত্তের একটি বেঞ্চ জানিয়েছে, কোনও প্রার্থী নিয়োগের অধিকার দাবি করতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু একবার মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে তার ন্যায্য আচরণ পাওয়ার কিছু অধিকার রয়েছে। যদি তার প্রার্থীপদ খারিজ না করে দেওয়া হয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দেওয়া হয়, এবং শেষ পর্যন্ত মেধাতালিকায় তার নাম থাকলেই তিনি নিযোগের অধিকার পেয়ে যাবেন না ঠিকই, কিন্তু এটাও ঠিক যে তার ন্যায্য এবং বৈষম্যহীন আচরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে, জানিয়েছে আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা উল্লেখ করে আরও জানিয়েছে, কোনও প্রার্থীকে এভাবে ইচ্ছেমতো তালিকায় নাম ওঠার পরেও বাদ দিয়ে দেওয়া যায় না। বিচারপতিরা জানিয়েছেন, যদি আবেদনকারীকে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাদ দেওয়া হত তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু এমনটা নয় যে তিনি অযোগ্য বলে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, তার যোগ্যতা রয়েছে বলেই পরীক্ষা দিয়ে পাস করার পর মেধা তালিকায় বেশ উপরের দিকে আবেদনকারীর নাম ছিল, তার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, নির্বাচন প্রক্রিয়াতেও পাস করেছিলেন তিনি এবং তার পরেই ১৫ দিনের জন্য প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়েছিল তাকে।

সব কিছু বিবেচনা করে আদালত জানিয়েছে, অন্যায্যভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল আবেদনকারীকে। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির এই বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, আগামী এক মাসের মধ্যে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিযোগে করতে হবে অঙ্কুর গুপ্তাকে। যদি এই মুহূর্তে কোনও পদ শূন্য না থাকে, তাহলে তার জন্য অতিরিক্ত পদ তৈরি করে নিযোগে দিতে হবে।

তবে আপাতত প্রবেশনার হিসেবে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে তাকে। প্রবেশন পিরিয়ডের শেষে স্থায়ী কর্মী হিসেবে অঙ্কুরকে নিযুক্ত করার জন্য পোস্টাল বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আর যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে প্রবেশন পিরিয়ডের ওই কর্মীর কাজ সন্তোষজনক নয়, তাহলে আইন মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

তবে সুপ্রিম কোর্ট এ কথাও জানিয়েছে, যেহেতু অঙ্কুর গুপ্তা এই ২৮ বছরে প্রকৃতপক্ষে কাজ করেননি, তাই এই সময়ের টাকা এরিয়ার হিসেবে প্রাপ্য নয় তার। এছাড়া ১৯৯৫ সালের ওই নিযোগে প্রক্রিয়ায় বাকি যে প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের তুলনায় কোনও অংশেই 'সিনিয়ারিটি'র দাবি করতে পারবেন না অঙ্কুর।

মানবিক সহায়তাবাহী ত্রান বহর গাজায় পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে

গাজা : রাফাহ সীমান্ত পথ দিয়ে, অতিজরুরি মানবিক সহায়তা বহনকারী ত্রাণবহর শুক্রবার মিশর থেকে গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করার কথা ছিলো। এখন ধরাণা করা হচ্ছে, এই ত্রাণবহর গাজায় পৌঁছাতে অন্তত একদিন বিলম্বিত হবে।

সড়ক মেরামতের কারণে এই ত্রাণবহর পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। এই ত্রাণবহরে, গাজায় অত্যাবশ্যক চিকিৎসা সরবরাহ, খাদ্য, পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার কথা।

৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাস জঙ্গিদের আকস্মিক হামলার জবাবে, ইসরাইলের বাহিনী প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এই অঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়েছে। এরে ফলে এই অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

বোমা হামলার ফলে গাজার হাজার হাজার বাসিন্দা গৃহহীন হয়ে পড়েছে আর তাদের এখন ত্রাণ সহায়তার প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, এই সীমিত মানবিক সহায়তা গাজায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের জন্য যথেষ্ট নয় । মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শউকরির সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব। মিশর গাজায় যাওয়ার রাফাহ সীমান্ত পথ নিয়ন্ত্রণ করে। এই সীমান্ত পথ উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাণ সরবরাহে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুতেরেস বলেন, রাফাহ হলো গাজাবাসীর জন্য জীবনরক্ষক।

এই সপ্তাহে গুতেরেস অবিলম্বে মানবিক কারণে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন। আর, কায়রোতেও তিনি এই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করেন। সেখানে, মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যেও মানবিক কারণে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার তেল আবিবে বলেছেন, ইসরাইল মিশর থেকে গাজায় সীমিত মানবিক সহায়তা পরিবহনের অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছে। তবে, তারা সতর্ক করেছে যে পরিদর্শন সাপেক্ষে মানবিক সহায়তা পরিবহন করা যাবে। আর ত্রাণসামগ্রী হামাসের হাতে নয়, বেসামরিক নাগরিকদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ত্রাণ পরিবহন করবে প্রায় ২০টি ট্রাকের বহর। তবে জাতিসংঘের কোনো ট্রাক সেই চুক্তির মধ্যে আছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

জর্জিয়ায় নির্বাচনে হস্তক্ষেপ মামলায় দোষ স্বীকার করলেন ট্রাম্পের আইনজীবী

আটলান্টা (এজেন্সী) : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ আনেন, তাকে কারচুপির মাধ্যমে ২০২০ এর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে পুননির্বাচিত হতে দেওয়া হয়নি, যা ভিত্তিহীন। এই অভিযোগে সমর্থন জানিয়েছিলেন জেনা এলিস নামে ট্রাম্পের এক আইনজীবী। মঙ্গলবার তিনি দক্ষিণের অঙ্গরাজ্য জর্জিয়ার নির্বাচনের ফলকে ঘুরিয়ে ট্রাম্পকে জয়লাভ করানোর অবৈধ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার বিষয়টি কাঁদতে কাঁদতে স্বীকার করেন। তিনি একইসঙ্গে আসন্ন বিচারিক কার্যক্রমে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজি হন।

অপরাধের অংশ হওয়ার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ট্রাম্পসহ আরও ১৮ জন বিবাদীর মধ্যে চতুর্থ জন হিসেবে ৩৮ বছর বয়সী এলিস দোষ স্বীকার করলেন। অন্যান্য যেকোনো মামলার মতো, এ ক্ষেত্রেও ফুলটন কাউন্টি ডিসট্রিক্টের কৌসুলি ফ্যানি উইলিস এলিসকে কারাদণ্ড এড়ানোর সুবিধা দেন। এই সুবিধা পেতে এলিস এমন তথ্যপ্রমাণ দিতে সম্মত হয়েছেন, যা এই মামলার অন্যান্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জাতীয় নির্বাচনের ফল পালটে ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউজে বহাল রাখার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে। ২০২০ সালের নির্বাচনে বড় আকারে কারচুপি হয়েছিল, এ ধরনের মিথ্যে বিবৃতি ও লেখনী তৈরিতে সহায়তা করা ও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার একমাত্র ফৌজদারি অভিযোগে দায় স্বীকার করেছেন এলিস। আজ থেকে এক বছর পর, ২০২৪ সালে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে লড়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা ট্রাম্প এই মিথ্যে দাবিতে অটল আছেন। এলিস ফুলটন কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক স্কট ম্যাকাফিকে জানান, তিনি ভুল করেছিলেন এবং ট্রাম্পের অন্যান্য প্রধান সমর্থক তাকে ২০২০ এর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিষয়ে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। তিনি এখন আর এসব মিথ্যে দাবি বিশ্বাস করেন না, জানান এলিস।

এলিস বলেন, আমি এখন যা জানি, তা যদি তখন জানতাম, তাহলে নির্বাচনপরবর্তী এসব দাবিতে ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিনিধিত্ব করতে অস্বীকার করতাম। এলিস ৩ থেকে ৫ বছর প্রোবেশন ও ১০০ ঘণ্টার কমিউনিটি সার্ভিস দিতে সম্মত হয়েছে। সঙ্গে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের সচিবের কাছে ৫ হাজার ডলার জরিমানা দেবেন তিনি। এ ছাড়া, ইতোমধ্যে তিনি জর্জিয়ার বাসিন্দাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি চিঠি লিখেছেন।

ট্রাম্প জর্জিয়া ও আরও ৩ ফৌজদারি মামলার ৯১টি অভিযোগের সবগুলোই অস্বীকার করেছেন। জর্জিয়ার মামলার বিচারিক কার্যক্রমের জন্য এখনো কোনো দিন তারিখ নির্ধারণ হয়নি। বাকি মামলাগুলোর কার্যক্রম ২০২৪ এর প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা যেকোনো মামলার অভিযোগ প্রমাণ হলে তিনি কয়েক বছরের কারাদণ্ড পেতে পারেন।

অভিযোগ মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্যরা ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে চিনের থানলাং শহরে একজন যাজক এবং গির্জার দুই প্রবীণকে হত্যা করেছে

মিয়ানমারের নাগরিকরা ফিলিপাইনকে কথিত যুদ্ধাপরাধের তদন্ত করতে বলেছে

ম্যানিলা : বুধবার মিয়ানমারের পাঁচ নাগরিক ফিলিপাইনের কাছে প্রধানত খৃষ্টান চিন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কর্মরত বা প্রাক্তন দশজন সদস্যের দ্বারা সংঘটিত কথিত যুদ্ধাপরাধের তদন্ত করতে বলেছে। মিয়ানমারের নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ফিলিপিনো আইনজীবীরা সাংবাদিকদের বলেছেন, তারা ম্যানিলার বিচার বিভাগে জান্তা প্রধান মিন অং হ্লাইং এবং অন্য নয়জনের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তারা প্রসিকিউটরদের ফিলিপাইনের আইনের অধীনে কথিত যুদ্ধাপরাধের তদন্ত শুরু করতে বলেছিল। ফিলিপাইনের আইনে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অন্যান্য অপরাধের শাস্তির বিধান রয়েছে।

অভিযোগ দায়ের করা মিয়ানমারের পাঁচজন নাগরিক পশ্চিম চিন রাজ্যের, তবে এখন অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, কানাডা এবং ভারতে বসবাস করছেন। তারা ম্যানিলায় বিচার বিভাগে উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগনামায় বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সদস্যরা ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে চিনের থানলাং শহরে একজন যাজক এবং গির্জার দুই প্রবীণকে হত্যা করেছে।

এতে ওই ১০ জনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে গির্জাগুলোতে আক্রমণ এবং একই শহরে ২০২১ সালের আগস্ট থেকে ২০২২ সালের জুনের মধ্যে কয়েকশো বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে মে মাসে ঘূর্ণিঝড় মোকার পরে চিন রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে ত্রাণ বিতরণ বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালে এক অভ্যুত্থানে অং সান সু চির বেসামরিক সরকারের পতন একটি বিশাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সামরিক জান্তা এখন মায়ানমারের বিভিন্ন অংশ জুড়ে বিরোধীদের সাথে লড়াই করছে। মিয়ানমার এবং ফিলিপাইন অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশন্স (আসিয়ান) এর সদস্য। মিয়ানমারের সংকট নিরসনে এই আঞ্চলিক ব্লকের প্রচেষ্টা পর্যন্ত নিস্ফল হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

যেকোনো হামলার 'সুস্পষ্ট' জবাব দেবে যুক্তরাষ্ট্র, ইরানকে সতর্ক করলেন ব্লিংকেন

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাঃটনি ব্লিংকেন মঙ্গলবার ইরানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ইসরাইলহামাস যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রক্সিদের যেকোনো হামলার সুস্পষ্ট জবাব দেবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি অধিবেশনে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে কোন সংঘাত চায় না। আমরা এই যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হোক এটাও চাই না। কিন্তু ইরান বা তার প্রক্সিরা যদি কোথাও যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের ওপর হামলা চালানোর মতো কোন ভুল করে তবে আমরা দ্রুতই এবং চূড়ান্তভাবে আমাদের জনগণকে রক্ষা করব, আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা করব। ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে জোটের অংশ হিসেবে ইরাকে অবস্থানরত আমেরিকান সৈন্যদের ওপর নতুন করে হামলায় ইরান সহায়তা করে বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলের অভ্যন্তরে রক্তক্ষয়ী হামলা চালানো হামাসকে ইরানের নেতৃত্ব সমর্থন করে। লেবাননের শিয়া মিলিশিয়া হিজবুল্লাহর সাথেও ইরানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যার কারণে ইসরাইলের সাথে বারবার দ্বন্দ্ব ঘটেছে। ইসরাইলের শীর্ষ কূটনৈতিক সমর্থক যুক্তরাষ্ট্র গত সপ্তাহে সংঘাতের একটি খসড়া প্রস্তাবে ভেটো দিয়ে বলেছে, এতে ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারকে স্পষ্টভাবে রক্ষা করা উচিত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র নতুন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে যা ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনি উভয় হতাহতের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করবে। এটি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বাধ্যবাধকতা মেনে চলাকালীন ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত অধিকার রক্ষা করবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের অবশ্যই যে কোনও জাতির নিজেকে রক্ষা করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং এই ধরনের ক্ষতির পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

AHF ASIA HOCKEY
HOCKEY INDIA
JHARKHAND WOMEN'S ASIAN CHAMPIONS TROPHY
प्रवेश नि:शुल्क
झारखण्ड
महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023
आज से शुभारंभ
आज के मैच
27 अक्टूबर 2023 | सायं 4:00 बजे से
स्टेडियम में प्रवेश (दर्शकों के लिए) अपराह्न 2:00 बजे से
समय: सायं 4:00 बजे से
जापान VS मलेशिया
समय: सायं 6:15 बजे से
चीन VS कोरिया
समय: सायं 8:30 बजे से
भारत VS थाईलैंड
JUHI
स्थान : मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, रांची
ODISHA
india
WATCH LIVE ON
SONY SPORTS NETWORK
SONY liv
Hero
ODISHA
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

SWEEP
भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India
टालमटोल न करें
आज ही वोटर कार्ड अपडेट करें
आवास का स्थानांतरण/मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार/एपिक का प्रतिस्थापन/पीडब्ल्यूडी का अंकन
दावा/आपत्ति अवधि
27 अक्टूबर से 9 दिसंबर
2023
मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024
आने वाले चुनाव के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना नाम इनमें से किसी भी तारीख को मतदाता के रूप में पंजीकृत करायें
JANUARY 1
APRIL 1
JULY 1
OCTOBER 1
www.ceo.jharkhand.gov.in
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड
Voter Helpline
1950
www.voters.eci.gov.in
मतदाता सेवा पोर्टल

সম্পাদকীয়

চীন ভুটান বৈঠকের ওপরে কেন নজর রাখছে ভারত?

ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চীন সফরে ওই দুই দেশ তাদের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অমীমাংসিত বিষয়গুলির সমাধানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানা যাচ্ছে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকেও এগোচ্ছে ওই দুটি দেশ। সীমান্ত নিয়ে কীভাবে মীমাংসা হয় ভুটান আর চীনের মধ্যে, বিশেষত ডোকলাম নিয়ে তারা কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার ওপরে সতর্ক নজর রাখছে ভারত। ভুটানের কোনও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটাই প্রথম সরকারি চীন সফর। চীনের সরকারি গণমাধ্যম শিনহুয়া জানিয়েছে যে ২০১৬ সালে থমকে যাওয়া সীমান্ত আলোচনা আবারও শুরু করতে চীনে গেছেন ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টান্ডি দোর্জি। তার সঙ্গে আছেন ভারতে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ভি নামগয়াল। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক যদি স্থাপিত হয়, তাহলে সেটা একটা নজির হয়ে থাকবে, কারণ জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য, এমন কোনও দেশের সঙ্গেই কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই হিমালয়ের কোলে এই পার্বত্য রাষ্ট্রটির। চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ির সঙ্গে মি. দোর্জির সাক্ষাতকারের পরে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক যে বিবৃতি দিয়েছে, তাতে মি. ওয়াংকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, চীন এবং ভুটান পর্বত আর নদীমালার মাধ্যমে সংযুক্ত এবং দুটি দেশের মধ্যে চিরাচরিত ভাবেই বন্ধুত্ব রয়েছে। সীমানা নিষ্পত্তি এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হলে তা ভুটানের মৌলিক এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থরক্ষা করবে, জানিয়েছেন মি. ওয়াং। অন্যদিকে

ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. দোর্জিকে উদ্ধৃত করে চীনা সরকারি সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া লিখেছে, ভুটানকে সহায়তা দেওয়া ও তাকে মদত দেওয়ার জন্য চীনকে ধন্যবাদ দেন টাণ্ডি দোর্জি। তিনি এও বলেছেন যে 'এক চীন' নীতিকে ভূটান জোরালো ভাবে সমর্থন করে। সীমান্ত নিয়ে সমস্যাগুলির যাতে দ্রুত সমাধান করার যায় আর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে ভুটান চীনের সঙ্গে যৌথ ভাবে উদ্যোগ নিয়ে আগ্রহী, মি. দোর্জিকে উদ্ধৃত করে তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ ড. সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলছিলেন যে ভুটান ও চীনের মধ্যে প্রায় ৭৬৪ বর্গ কিলোমিটার সীমানা এখনও অমীমাংসিত। তার কথায়, সীমান্ত নিয়ে ভুটান ও চীন ১৯৮৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ২৪ দফা সীমান্ত আলোচনা চালিয়েছে আর এই সপ্তাহেরটি ২৫ তম বৈঠক। বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীরও বৈঠক হয়েছে। তবে ২০১৭ সালে ডোকলাম সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি বা পিএলএর মধ্যে সংঘর্ষের পরে চীন ভুটান সীমান্ত আলোচনা থমকে গিয়েছিল। এরমধ্যেই চীন ২০২০ সালে পূর্ব ভুটানের সাকতেং অভয়ারণ্যের ওপরেও দাবি জানায়। ভুটান সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপরে এ বছরের শুরুতে একটি যৌথ কারিগরি দল সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনায় বসেছিল প্রথমবারের মতো। তা থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে দুটি দেশই সম্ভবত অমীমাংসিত সীমান্ত এলাকাগুলি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে আন্তরিকভাবেই এগোতে চাইছে। ভারত, ভুটান আর চীন এই তিনটি দেশের সীমান্তে অবস্থিত একটা সরু মালভূমি এই ডোকলাম। ভারত আর ভুটান, দুই দেশই দাবি করে যে এই মালভূমিটি ভূটানের অংশ। এই অঞ্চল নিয়ে আগে কোনও বিতর্ক না থাকলেও ১৯৬২র ভারত চীন যুদ্ধের পর থেকেই চীন দাবি করেআসছে যে ডোকলাম তাদের এলাকা। তারা ওই অঞ্চলে একটি রাস্তা তৈরির কাজ চালাচ্ছিল ২০১৭ সালে, তখনই ভুটানের রাজকীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা চীনা বাহিনীকে বাধা দেয়। এর দুদিন পরে ভুটানের আর্জিতে সাড়া দিয়ে ভারতীয় বাহিনী অস্ত্র আর বুলডোজার নিয়ে সেখানে হাজির হয়। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ডোকলাম নিয়ে চীনের সঙ্গে ভুটান আর ভারতের বিবাদ চলেছিল। ডোকলাম এলাকাটি যদিও ভুটানের বলেই দাবী করে থিম্পু আর দিল্লি, কিন্তু তা ভারতের কাছেও সামরিক কৌশলগত কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে যে কোনও ধরণের চীনা হস্তক্ষেপের ফলে উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ যে 'শিলিগুড়ি করিডোর' বা 'চিকেন নেক'-এর মাধ্যমে, তার অনেক কাছাকাছি এসে পড়বে চীনা পিএলএ। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলছিলেন, চিকেন নেক ভারতের সামরিক বাহিনীর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ মাত্র ২৭ কিলোমিটার চওড়া ওই জায়গাটি দিয়েই উত্তরপূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা হয়। সেখান দিয়ে যেমন সমরাস্ত্র এবং বাহিনী চলাচল করে, তেমনই উত্তরপূর্বাঞ্চলের বেসামরিক নাগরিকদের কাছেও দেশের অন্য অঞ্চল থেকে রসদ পৌঁছয়, বলছিলেন মি. ভরদ্বাজ। ভারতের জাতীয় দৈনিকগুলি বুধবার লিখেছে যে, সে কারণেই চীন ভুটান সীমান্ত বৈঠকের ওপরে নজর রাখছে ভারত। দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেয় নি, তবে মন্ত্রকের সূত্রগুলি উদ্ধৃত করে জাতীয় সংবাদপত্রগুলি লিখেছে যে চীন আর ভুটানের মধ্যে অমীমাংসিত সীমান্তগুলির মধ্যে যেহেতু ডোকলামও আছে, তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই আলোচনার ওপরে ভারতের নজর থাকবে। সংবাদমাধ্যমে লেখা হচ্ছে যে ভারত চীন ভুটানের ত্রিসীমানা বাদ দিয়ে বাকি ডোকলাম মালভূমির ওপরে যদি চীনকে নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দেয় ভূটান, তাহলে তা কৌশলগত দিক থেকে ভারতের বিপক্ষে যাবে।

জানা অজানা

অকাল বোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা

সুনীল কুমার দে

দুর্গাপূজা আজ কেবল বাঙালী দের মধ্যে ও পশ্চিম বঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়।দুর্গাপূজা আজ সারা ভারত বর্ষেই ধুমধামের সহিত পালিত হয়।দুর্গাপূজা কে আমরা জাতীয় উৎসব ও বলতে পারি।শুধু তাই নয় দুর্গা পূজা ভারত ব্যতীত আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, নেপাল ,মরিশাস, আফ্রিকা, প্রভৃতি দেশেও ধুমধামের সহিত পালিত হয়।কথিত আছে সত্য যুগে মহারাজা সুরত মেধস মুনির আশ্রমে সমাধি নামক বৈশ্য এর সাথে মিলে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ভগবতী দুর্গার পূজা করেছিলেন বসন্ত কালে ।সেজন্য সেই পূজা বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত ছিলো।শরৎ কালে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবন কে বধ করে মা সীতাকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীলঙ্কায় মা দুর্গার পূজা করেছিলেন।এই কথা কৃত্তিবাসী বাংলা রামায়ণে উল্লেখ আছে। তখন শরৎ কাল ছিলো কিন্তু মায়ের পূজার উপযুক্ত সময় ছিলো না। সেই সময় কে অকাল বলা হতো। কিন্তু রাবন কে বধ করার জন্য মায়ের আশীর্বাদের খুবই প্রয়োজন ছিলো কারন মা মহামায়া রাবনের ঘরে বাঁধা ছিলেন ও যুদ্ধে মা স্বয়ং রাবন কে রক্ষা করছিলেন।তাই প্রভু রামচন্দ্র অকালে মাকে জাগিয়ে তাঁর পুজো করলেন ও রাবনকে বধ করার আশীর্বাদ নিলেন।সেই জন্য এই পূজাকে অকাল বোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা বলা হয়।কেউ কেউ একে শারদ উৎসব ও বলে থাকেন কিন্তু আসলে শারদ উৎসব নয়,শারদীয়া দুর্গোৎসব। আজ দেশ জুড়ে এই শারদীয়া দুর্গা পূজার প্রচলন বেশি।কেউ কেউ নবরাত্র হিসাবেও এই উৎসব কে পালন করে থাকেন।ষষ্টি তে মায়ের বেল তলাতে বোধন হয়।সপ্তমী তে মায়ের নবপত্রিকা প্রবেশ ও সপ্তমী পূজা।অষ্টমী তে মায়ের মূল পূজা।তারপর মায়ের সন্ধিপূজা।প্রভু রামচন্দ্র ১০৮ নীল পদ্ম দিয়ে মায়ের পুজো করেছিলেন।মা একখানি পদ্ম লুকিয়ে দিয়েছিলেন।কারন সেটা ছিলো ভোলানাথের পদ্ম।মা সে পদ্ম তাঁর পায়ে নিবেন কি করে।তখন রামচন্দ্র নিজের একখানি নীল চোখ উপড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে মা তাঁকে দর্শন দেন ও পদ্ম ফিরিয়ে দেন। তারপর সন্ধি পূজা সাঙ্গ হয়। মা তাঁকে রাবন বধের আশীর্বাদ দেন।নবমীতে রাম রাবনের যুদ্ধ হয়।যুদ্ধে রামচন্দ্র রাবন কে বধ করে সীতা কে উদ্ধার করেন।দশমীতে বিজয় উৎসব মানানো হয়।বিজয়া দশমীতে কেউ কেউ রাবনের পুতলা জ্বালিয়ে দশহরা উৎসব ও পালন করে থাকেন।

গাজার যুদ্ধ সেই হাসান তেহরানির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে

২০২০ সালের জানুয়ারিতে জেনারেল কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর যাঁরা উল্লাস করেছিলেন, তাঁদের কাছে ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর বেশ বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এ রকম অনেকে এখন বলছেন, হামাসের 'আল আকসা ফ্লাডে'র পর মধ্যপ্রাচ্য আর আগের মতো থাকবে না। দিনটি মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি আমূল বদলে দেবে। সত্যতা আছে এ কথায়।

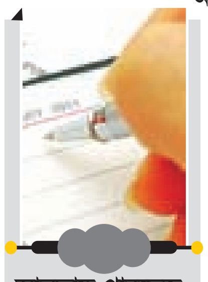

আলতাফ পারভেজ
প্রাবন্ধিক

বাস্তবতা হলো ইসরায়েল নয়, মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিচ্ছেন ইরানি সমরবিদেরা। গাজাযুদ্ধ সে রকম এক সমরবিদ হাসান তেহরানি মোগাহদ্দামের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

যেভাবে একটা মিথ ধ্বংস হলো

এটা প্রায় সবার জানা, বহুকাল ফিলিস্তিনি তরুণদের প্রতিরোধ অস্ত্র ছিল পাথর বা ইটের টুকরা। হাসান তেহরানির অবদান এটুকু, ওই তরুণদের হাতে ইটের টুকরার বদলে রকেট প্রযুক্তি ধরিয়ে দিয়েছেন।

'আল আকসা ফ্লাড' অভিযানের প্রথম দুই সপ্তাহে হামাস প্রায় ৫ হাজার রকেট ছুড়েছে। অভিযানে দূরপাল্লার মিসাইলও ব্যবহার হচ্ছে। রকেট ও মিসাইল সামলাতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ মজবুত। কিন্তু হামাসের সব মিসাইল ও রকেট তারা থামাতে পেরেছে এমন নয়। তাদের আহত নিহত নাগরিকদের সংখ্যা জানাচ্ছে দেশটির মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ততটা সফল নয় যতটা প্রচারিত।

যুদ্ধে এ পর্যন্ত ইসরায়েলের প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা গেছেন। সংখ্যাটা নিহত গাজাবাসীর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের জন্য সংখ্যাটা বিব্রতকর।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এত দিন ধারণা দেওয়া হয়েছিল ইসরায়েলের আকাশ অজেয়। যুদ্ধে তারা কেবল মারতে শিখেছে। হামাস নয়, এই মিথ ধ্বংস করেছেন আসলে একজন শিল্প প্রকৌশলী। মোটর অপারেটর হিসেবে শুরু করেছিলেন দেশসেবা। এখন ইরানের 'মিসাইল প্রযুক্তির জনক' বলা হয় তাঁকে। জীবিতকালে হাসান তেহরানি একজন শৌখিন পর্বত আরোহীও ছিলেন। এই শৌখিনতার মাঝে তাঁর পেশাগত বৈশিষ্ট্যের প্রায় পুরোটা খুঁজে পাওয়া যায়।

৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের নাগরিকেরা বিশ্বাস করতে শিখেছেন আগের মতো আর তাঁরা নিরাপদ নন। ইরানের একজন প্রযুক্তিবিদ তাঁদের নিরাপত্তা ছিনতাই করে নিয়ে গেছেন। এমনকি ১৭ জন (অনানুষ্ঠানিক সূত্রে ৩৮ জন) সহযোগীসহ তাঁকে হত্যার পরও অবস্থার অবনতি থামানো যায়নি।

ইসরায়েলের নেতারা দশকের পর দশক আরব শাসকগোষ্ঠী ও আমেরিকার বন্ধুত্বের ওপর ভরসা করে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার অগ্রাহ্য করে গেছে। তারা ধারণা করতে পারেনি প্রযুক্তি জ্ঞান শিগগিরই তাদের কৌশলকে আত্মঘাতী প্রমাণ করতে চলেছে।

যখন গেরিলা দলগুলোর হাতে মিসাইল প্রযুক্তি

২০১১ সালের ১২ নভেম্বর তেহরানের কাছে এক রহস্যময় বিস্ফোরণে হাসান তেহরানি মারা যান। ইরানের ভেতরে বাইরে প্রায় সবার অনুমান এই বিস্ফোরণের পেছনে অন্য দেশের হাত ছিল। তেহরানি নিজেও সেটা জানতেন হয়তো। তাই মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন তাঁর কবরের ফলকে যেন লেখা থাকে, 'রুয়ি কবরম বানোয়েসেয়েদ ইনজা মদফন কস আস্ত কে মি খোয়াস্ত ইসরাইল মারা নাবুদ কন্দ' (এখানে এমন একজন শুয়ে আছেন, যিনি ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে চাইতেন)।

জীবন হারানোর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধ চিন্তায় লেগে থাকার একটা সংস্কৃতি আছে শিয়া ঐতিহ্যে। বহির্বিশ্বের অনেকে ইরানি জনজীবনের এই দিকটা বুঝতে অক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল মৈত্রীর বিপরীতে ইরান হামাসের হুংকারকে অনেকের কাছে তীব্র এক অসম যুদ্ধ মনে হতো একদা। এখন আর সে রকম মনে হয় না।

সমরপ্রযুক্তি সব বদলাচ্ছে। তারই কারিগর নেতা ছিলেন হাসান তেহরানি।

তেহরানি বা ইরান কখনো ইসরায়েলে হামলা চালাননি। তাঁদের কৌশল ছিল ভিন্ন। তাঁরা দুটো কাজ করেছেন ঃমিসাইল প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সেই জ্ঞান হামাস, ইসলামি জিহাদ, হিজবুল্লাহসহ কয়েকটি গেরিলা দলের সঙ্গে ভাগাভাগি করা ও তাদের প্রশিক্ষিত করা। কাজটি কী মাত্রায় হয়েছে, তার সামান্যই হামাস হয়তো প্রদর্শন করেছে। চলতি যুদ্ধে লেবাননের হিজবুল্লাহ জড়ালেই কেবল তেহরানির সবচেয়ে চৌকস শিক্ষার্থীদের কাজ কারবার দেখা যাবে।

ইসরায়েল যে প্রতিদিন হুমকি দেওয়ার পরও গাজায় স্থল অভিযান শুরু করতে দেরি করেছে, তার বড় একটি কারণ তখন হিজবুল্লাহও তাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। হিজবুল্লাহর হাতে হামাসের চেয়েও বহুগুণ বেশি এবং অপেক্ষাকৃত দূরপাল্লার মিসাইল রয়েছে। এই প্রযুক্তি জ্ঞান হিজবুল্লাহ 'টিম তেহরানি' থেকেই পেয়েছে।

তেহরানির একটা বিখ্যাত উক্তি ঃ'জ্ঞানকে বোমা মেরে ধ্বংস করা যাবে না'। কথাটা তিনি এ জন্য বলতেন, ইসরায়েলবিরোধী ইরানি মিত্রদের অস্ত্রপাতি দেওয়ার চেয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ভালো। তাতে খরচ কম, ঝুঁকি কম, সফলতা বেশি।

বিপ্লবের বছর ১৯৭৯ থেকেই ইরান তার আদর্শ ও ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াতে চেয়েছে। কিন্তু সেটায় সফলতা এসেছে কেবল হাসান তেহরানির মতো জেনারেলদের হাত ধরে। লেবানন, গাজা ও ইয়েমেনকে হাসান তেহরানির মিসাইল প্রযুক্তির তিন পরীক্ষাগার বলা হয়। তেহরান সরাসরি যুদ্ধ ময়দানে না থেকেও ওই তিন জায়গা থেকে ওয়াশিংটন ও তেল আবিবকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

হামাসের কয়েক শ ডলারের নিজস্ব প্রযুক্তির প্রতিটি রকেট বাধা দিতে ইসরায়েলকে উন্নত প্রযুক্তির যে তামির মিসাইল ছুড়তে হয়, তার প্রতিটির খরচ অন্তত ৫০ হাজার ডলার। বিপুল এই খরচ সামাল দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ইতিমধ্যে তিন বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিতে হয়েছে জায়নবাদীদের। বাইডেন নতুন করে ১৪ বিলিয়ন ডলার দিতে চান। সব মিলে ব্যাপারটা এ রকমই দাঁড়াচ্ছে, হাসান তেহরানি যুদ্ধে যুক্ত করে ফেলেছেন কেবল ইসরায়েল নয়, ওয়াশিংটনকেও। অথচ ইরান এ যুদ্ধের দৃশ্যমান কোনো পক্ষ নয়।

তীব্র অর্থনৈতিক অবরোধের মাঝে থেকেও কেবল প্রযুক্তিজ্ঞান স্থানান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারছে ক্রমাগত। যার আরেক বড় প্রমাণ, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সরাসরি সহায়তা নিয়েও সৌদি আরব ইয়েমেনে আল হুতি যোদ্ধাদের হারাতে পারেনি।

আল হুতিদের হাতে এখন এমন মিসাইল আছে, যা এক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সৌদি তেল শিল্পকেন্দ্রগুলোতে হামলা চালাতে সক্ষম। এই সক্ষমতা তারা কোথায় পেল, সেটা এখন সবাই জানে।

২০১৪ সালে হামাস ১০ কিলোমিটার পাল্লার ৬০টির মতো রকেট ছুড়েছিল ইসরায়েলের দিকে। এবার তারা কয়েক শ মাইল দূরপাল্লার রকেট ছুড়ছে। এক দশক না পেরোতেই এসব দেখতে হচ্ছে।

ইরানের মিসাইল বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলার প্রাথমিক কারণ সৌদি আরব বা ইসরায়েল ছিল না। সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইরানি শাসকেরা এই প্রযুক্তি বিকাশের মাঝে নিরাপত্তার বীজ দেখতে পান। ২৩ বছর বয়সী হাসান তেহরানি এ সময় ইরাকি যুদ্ধ ফ্রন্টে ছিলেন। সেখান থেকে তুলে এনে তাঁর মতো কয়েকজনকে মিসাইল ল্যাব গড়ে তুলতে বলা হয়।

১৯৮৪ সালে প্রথমে হাসান তেহরানিরা সিরিয়া সফর করেন তারপর লিবিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হিসেবে এসব দেশে রুশদের 'স্কাড মিসাইল' ছিল। এই দুই দেশ থেকে স্কাডের গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান হলেও আসাদ বা গাদ্দাফি উভয়ে এই অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে ইতস্তত ছিলেন। সেটা সোভিয়েত নিষেধের কারণে।

তেহরানিদের দল এরপর গোপনে সফর করে উত্তর কোরিয়া। আজকের কিমের দাদা তখন ক্ষমতায়। কিম পরিবার তত দিনে সোভিয়েত স্কাডকে কপি করে ফেলেছে। সে রকম এক শ মিসাইল ইরানে নিয়ে আসা হয় ওই সময়। একই সময় গাদ্দাফি কয়েকজন 'টেকনিশিয়ান' ধার দেয় ইরানকে। সব মিলে তেহরানিদের টিম তখন প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রাথমিক সংকট কাটিয়ে ওঠে। প্রথমে ৬০ মাইল পাল্লার 'নাজিয়াত' সিরিজের রকেট বানায় তারা। এরপর 'শাহাব' সিরিজ।

তেহরানিরা যখন এসব কাজে নিমগ্ন, তত দিনে ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করেছে ইরাক ছাড়িয়ে ইসরায়েলের। সমর খাতে ইরানের প্রযুক্তিগত বিকাশ ইসরায়েলের নজর এড়ায়নি। এরই মধ্যে লেবাননের শিয়া হিজবুল্লাহর সঙ্গে তেহরানের সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে। হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ছিল এ সময়। এভাবেই মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন সমীকরণ তৈরি হয়।

তেহরানির দল চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকে হিজবুল্লাহকে মিসাইল প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করতে শুরু করেছিল। জেনারেল আমির আলী হাজিজাদেহ্ এ উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নিষেধাজ্ঞায় আছেন তিনি এখন।

তেহরানি গুপ্তহত্যার শিকারের পর বর্তমানে ইরানের মিসাইল কর্মসূচির অভিভাবক হলেন আমির আলী। এই দল এ বছর 'ফাত্তাহ' নামে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রদর্শন করেছে। ইরানের দাবি এটা ইসরায়েলের মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যূহ এড়িয়ে যেতে সক্ষম এবং এক হাজার চার শ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারবে। যদি আমির আলীদের দাবি সত্য হয়, তাহলে তেহরান থেকে তেল আবিব পৌঁছাতে এই মিসাইলের মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে।

এখন পর্যন্ত কেবল রাশিয়া যুদ্ধ ময়দানে এই মিসাইলের ব্যবহার দেখিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কাছেও এ রকম মিসাইল রয়েছে। ইরানের এই বিদ্যার চতুর্থ অধিকারী হওয়া ইসরায়েলের জন্য গভীর উদ্বেগের সংবাদ। কারণ, ইরান এই প্রযুক্তি হামাস বা হিজবুল্লাহর হাতে তুলে দিলে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ভারসাম্য আরও বদলে যাবে এবং তেহরান থেকে এটা না ছুড়লেও চলবে।

তেহরানির এককালের সহযোগী আমির আলী বলেছেন, তাঁরা 'ফাত্তাহ'র আওতা দুই হাজার কিলোমিটারে বাড়াবে। ঘোষণা হিসেবে এটা ইরানের সব প্রতিপক্ষের জন্য ১০ নম্বর বিপৎসংকেতের মতো।

ঠিক এ রকম সময়েই গাজা থেকে হামাস 'আল আকসা ফ্লাড' অভিযানে নেমেছে। এর পেছনে ইরানের সায় ছিল না এমন ভাবা কঠিন। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার ভারসাম্যে ইরানের মিসাইল প্রযুক্তি যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে ওয়াশিংটনকে সম্ভবত সেটাই প্রদর্শন করা হচ্ছে। হাসান তেহরানির জন্মমাস অক্টোবরকে ইরানের শাসকেরা এভাবেই উদ্‌যাপনের কথা ভেবে থাকতে পারেন। গাজার শত শত নিরীহ শিশু এই ভূরাজনীতির নির্মম বলি হলো কেবল।

উমা এসেছিলো আবার চলে গেলো

সুনীল কুমার দে

উমা এসেছিলো শ্বশুর ঘর কৈলাশ থেকে
মা বাবার কাছে মেনকা ও গিরিরাজের ঘরে
ষষ্টির দিনে,
মহা আনন্দে ছেলে মেয়েদের নিয়ে,
চার দিন থেকে আবার মা ফিরে গেল
দশমীতে বিজয়ার দিনে চোখে জল বয়ে।
মায়ের আগমন ও বিসর্জন নেই,
তবু মা আসে মানবীর রূপ ধরে।
মা শুম্ভ,নিশুম্ভ, রক্তবীজ ও মহিষাশুর কে
বধ করেছে,
তবু মা যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলে,
কোটি কোটি সন্তানের কথা ভেবে।
আমরা মাকে মেয়ে রূপে বরণ করি,
মেয়ে রূপে দেখি,
তাই তো মায়ের জন্য এতো আয়োজন,
মাকে বিদেয় দিতে চাই না,
তাই করি ক্রন্দন।
এই দিব্য ভাব কেবল সনাতন ধর্মেই আছে।
মা কেবল মাটি ও মূর্তি নয়,
মা আমাদের জীবনের সাথে মিশে আছে।
মা আমাদের প্রেরণা ও আনন্দ,
আমাদের শক্তি ও
ভক্তি।
মাকে যাওয়ার সময়
তাই বলি,,আবার এসো
মা।
সিঁদুর খেলে মা
সপরিবারে করে গমন
কৈলাশে ভোলানাথের
কাছে।
মায়ের এই আসা যাওয়া
চলুক চিরকাল।
চারিদিকে চলুক বিজয়
উৎসব,
শুভ শক্তির বিজয়,
অসুর শক্তির হউক পরাজয়।
মানুষের মনে প্রেম,ভালোবাসা,প্রীতি
,ভক্তি, শক্তির হউক সঞ্চার।
কাপুরুষতা,দুর্বলতা দূর হউক অন্ধকার।

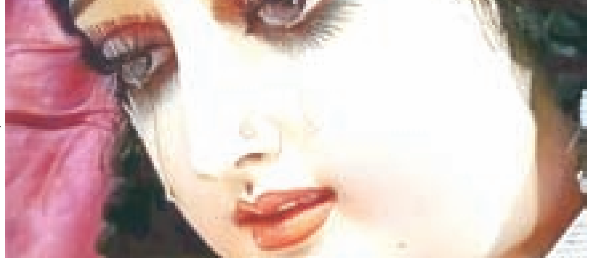

সাময়িকী

বিজেপির 'কংগ্রেসায়ন' ও ইন্দিরার পথে মোদি

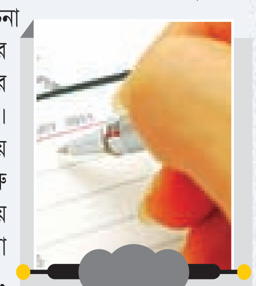

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়
কলামিস্ট

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি এই মুহূর্তে যে অবস্থায়, তা পর্যালোচনা করে বলা যায়, বিজেপির 'কংগ্রেসায়ন' চূড়ান্ত করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি বিপন্ন কংগ্রেসকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে গড়ে তোলার পথে হাঁটতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দলীয় ভূমিকার এ এক অদ্ভুত অদলবদল বা 'রোল রিভার্সাল'। এতে কার লাভ, কারইবা কতটা ক্ষতি, বোঝা যাবে ডিসেম্বরের গোড়ায় ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হলে। নভেম্বরে ভোট হচ্ছে চার বড় রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও ছত্তিশগড়ে। পঞ্চম রাজ্যটি মিজোরাম। মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়ার বাইরে হলেও 'মণিপুরি পরিস্থিতি' বিচারে রাজনৈতিক দিক থেকে এই রাজ্যের ভোট এবার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রথম রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি তাদের স্বীকৃত নেতাদের ওপর 'ভরসা' না রেখে নির্বাচনে যাচ্ছে। মোদি মাহাত্ম্য তাদের একমাত্র বল ভরসা। সেটা বিরাট ঝুঁকি হচ্ছে কি না, সে প্রশ্ন উঠে গেছে। ফাটকায় জিতলে নরেন্দ্র মোদির পাল্লা আরও ভারী হবে। তাঁর ক্ষমতা নিয়ে যে মিথ তৈরি হয়েছে, তা আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। প্রমাণিত হবে, মোদিই বিজেপি। এক থেকে এক শ তিনিই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তাঁর ইচ্ছাই সব।

কিন্তু হারলে দল তো বটেই, প্রধানমন্ত্রী নিজেও নিজেকে দাঁড় করাবেন প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে। প্রশ্ন উঠবে বিজেপির 'কংগ্রেসায়ন'-এর যৌক্তিকতা নিয়ে। তার মাশুল আগামী বছর লোকসভা ভোটে তাঁকে দিতে হবে কি না, শুরু হবে সেই জল্পনা।

উল্টো দিকে কংগ্রেস পুরোপুরি নির্ভরশীল স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর। রাজস্থানে অশোক গেহলট শচীন পাইলট, মধ্যপ্রদেশে কমলনাথ দিগ্বিজয় সিং জুটি ও ছত্তিশগড়ে ভূপেশ বাঘেলকে সামনে রেখে তারা ময়দানে নেমেছে। কর্ণাটকে এই নীতিই সাফল্য দিয়েছে। অন্যত্রও এটাই ভরসা। রাহুল প্রিয়াঙ্কা প্রচারে যাচ্ছেন ঠিকই। সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও সক্রিয়। কিন্তু অতীতের মতো দিল্লি ছড়ি ঘোরাচ্ছে না রাজ্য নেতাদের প্রাধান্য দিচ্ছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে টিকিট বণ্টন নিয়ে 'অনুশাসিত' বিজেপির অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ এবার মাত্রাছাড়া। তিন রাজ্যেই বিজেপির নির্ভরতা মোদির ভাবমূর্তি। সর্বত্র ভোট হচ্ছে মোদির নামে। মোদির ছবি সামনে রেখে। মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা উহ্য। এই নীতিতে চরম উপেক্ষিত তাঁরা, তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ধ্বজা এতকাল ধরে যাঁরা উড়িয়ে এসেছেন। রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান ও ছত্তিশগড়ে রমণ সিং। বসুন্ধরাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে শেষবেলায়। কিন্তু তাতে তাঁর ক্ষোভ বা অভিমান প্রশমিত হয়নি। মরুরাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বসুন্ধরাকে অখুশি রেখে বিজেপি কিন্তু ভোটবৈতরণি পেরোতে পারেনি।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ক্ষমতা ধরে রেখেছে ২০০৩ সাল থেকে। মাঝে মাত্র ১৫ মাসের জন্য কমলনাথ ছিলেন 'অতিথি শিল্পী'! নিরবচ্ছিন্ন এই শাসনের সিংহভাগ কৃতিত্ব শিবরাজ সিং চৌহানের। তাঁর ভাগ্যও এবার বসুন্ধরার মতো। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণা না হওয়ায় নিজেকে তিনিও 'অবাঞ্ছিত' ভাবছেন। সেই অসন্তোষ গোপন করছেন না।

একই ছবি ছত্তিশগড়েও। সেখানে ২০০৩ সাল থেকে বিজেপির জয়ের হ্যাটট্রিকের কান্ডারি রমণ সিং আজ ব্রাত্য। কংগ্রেসের কাছ থেকে এই রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কারও থেকে থাকলে তা রমণ সিংয়েরই আছে। কিন্তু সেখানেও বিজেপির একমাত্র নির্ভরতা 'মোদি মাহাত্ম্য'।

ভোটের এক মাস আগে পরিস্থিতি বিচারে বলা যায়, তিন রাজ্যের কোথাও বিজেপি স্বস্তিতে নেই। কোনো প্রাক্‌নির্বাচনী সমীক্ষা বিজেপিকে এখনো এই তিন রাজ্যে 'নিশ্চিত জয়ের' ভরসা জোগাতে পারেনি। রাজস্থানে বড়জোর কানের পাশ দিয়ে তির বেরোতে পারে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের ক্যানভাস বর্ণহীন। তেলেঙ্গানায় যে বিজেপি ছয় মাস আগেও মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাওয়ের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, কর্ণাটক জয়ের পর দক্ষিণের সেই রাজ্যে কংগ্রেস হঠাৎই প্রবলভাবে মাথা তুলেছে। তারাই এখন চন্দ্রশেখর রাওয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জার। বিজেপি তৃতীয় শক্তি।প্রাক্‌নির্বাচনী সমীক্ষাগুলো সত্যি হলে সে জন্য দায়ী থাকবে বিজেপির 'কংগ্রেসায়ন'। বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে নরেন্দ্র মোদি তুলনীয় হবেন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। কংগ্রেসে 'হাইকমান্ড সংস্কৃতির' জন্ম ১৯৩৯ সালে। সেই বছর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরদার প্যাটেল, মাওলানা আজাদ ও রাজেন্দ্র প্রসাদকে দায়িত্ব দিয়েছিল দলের দৈনন্দিন সমস্যাগুলো মেটাতে, যেহেতু হুট করে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকা সম্ভব নয়। সেই কমিটিই পরিচিত হয় 'হাইকমান্ড' হিসেবে, পরবর্তী সময়ে যা হয়ে ওঠে পুরোপুরি ইন্দিরাকেন্দ্রিক। 'সিন্ডিকেট ইন্ডিকেট' যুদ্ধ জয়ের পর ইন্দিরার মাথা যত উঁচু হয়েছে, ততই খর্বকায় হয়েছেন কংগ্রেসের আঞ্চলিক মহারথীরা।

পাঠকের চিঠি

স্ট্যাম্প পেপার কালোবাজারি বন্ধ হোক

স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি কোথায় প্রযোজন হয় না ? বর্তমান সময়ে নন - জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি বিভিন্ন কাজে প্রযোজন হয়ে থাকে । বিশেষ করে জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য জমির দলিল লিখতে দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, একশো টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার প্রযোজন হয় পাশাপাশি জমির রেকর্ড বা পরচা করাতেও কোর্ট ফি এর প্রযোজন হয় । তাছাড়াও বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে আরটিআই অ্যাক্ট ২০০৫ মাধ্যমে তথ্য পেতে আবেদনপত্রে দশ টাকার কোর্ট ফি প্রযোজন হয় । এমতাবস্থায় স্ট্যাম্প - ভেন্ডারদের কালোবাজারি দিনকে দিন বেড়েই চলেছে । বীরভূমের লাভপুর, সিউড়ি, নানুর রেজিস্ট্রি অফিস চত্বরে ও জেলার আদালত চত্বরে ভেন্ডারদের কাছ থেকে দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ টাকায় কিনতে হচ্ছে । লাভপুরে দশ টাকার কোর্ট ফি পনেরো টাকায় বিক্রি হচ্ছে । ভেন্ডারদের বক্তব্য তাদের যাতায়াত খরচ বেড়েছে তাছাড়া দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপার পাওয়া খুব দুরূহ । এসব স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির জন্য ভেন্ডাররা নিশ্চয় কমিশন পেয়ে থাকেন ? তা সত্ত্বেও ন্যায্য মূল্যের থেকেও বেশি দামে জনসাধারণ তা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন । ভেন্ডারদের কালোবাজারির ধারাবাহিকতা দমন করতে স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি এর ব্যবহার ডিজিটাল করা হোক । কিছু ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প পেপার ও কোর্ট ফি এর ব্যবহার তুলে দিয়ে ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হোক । তবেই স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির দুর্নীতি বন্ধ হবে ।

— মুন্সি দরুদ, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ফের অসম প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া, তরুণ গগৈ রাজ্যে মিয়াদের বাংলাদেশী সাজিয়েছেন বলে অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নগাঁও, বরপেটা এবং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে এআইইউডিএফ এর জয় নিশ্চিত বলে দাবি করে কংগ্রেসকে একটি পচা দল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। এমনকি এবার কংগ্রেস চাইলেও দলটির সঙ্গে মিত্রতা করবে না এআইইউডিএফ। কারণ কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন এআইইউডিএফ সভাপতি। এবারের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এর থেকেও বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। আজমল বলেন প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া, তরুণ গগৈ রাজ্যে মিয়াদের বাংলাদেশী সাজিয়েছেন। সংখ্যালঘুদের কোনো সমস্যার সমাধান করেননি প্রাক্তন এই মুখ্যমন্ত্রী দুইজন। এর জবাব কংগ্রেসকে দিতে হবে। বদরুদ্দিন আজমলের এই বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতিতে ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকদের বিজেপি এবং বিরোধী পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজস্বভাবে প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে এআইইউডিএফ'কে বাদ দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মোট ১২ টি রাজনৈতিক দল মিলে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে। তবে কংগ্রেসের বিরোধী ঐক্য মঞ্চে স্থান না পেলেও লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ তিনটি আসন দখল করাটি নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন দলটির সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি জানিয়েছিলেন নগাঁও, বরপেটা এবং ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে এআইইউডিএফ এর জয় নিশ্চিত। তবে এবার কংগ্রেস চাইলেও দলটির সঙ্গে মিত্রতা করবে না এআইইউডিএফ। কারণ কংগ্রেস একটি পচা দল। ফলে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

এবার ফের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য দিয়ে রাজ্যের রাজনীতি উত্তাল করে দিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া, তরুণ গগৈ রাজ্যে মিয়াদের বাংলাদেশী সাজিয়েছেন। কংগ্রেস নেতার জন্যই রাজ্যের মিয়ারা বাংলাদেশী হয়েছেন। এভাবে মিয়াদের বাংলাদেশী সাজানোর পিছনে কংগ্রেসের নেতাদের ভূমিকা রয়েছে। প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া অসম বিধানসভায় মন্তব্য করেছিলেন যে রাজ্যে ৩০ লক্ষ বাংলাদেশি প্রবেশ করেছে। এরপর তৎকালীন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জয়সোয়াল কানপুরে বললেন ৫০ লক্ষ বাংলাদেশি চলে এসেছে। এভাবে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের জন্য যে বিপদ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটার জবাব ভারতবর্ষকে দিতে হবে, কংগ্রেস নেতাদের দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন অধিকাংশ সময় রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার ছিল। অথচ রাজ্যের সংখ্যালঘুদের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বন্যা ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের কোনো ধরনের সাহায্য করা হয়নি, জমির পাট্টা দেওয়া হয়নি। এমনকি শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়নি। ৭৫ বছরের সড়ক ব্যবস্থা ভালো হয়নি। অথচ ৯০ সময় কংগ্রেস শাসনে ছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন এআইইউডিএফ সভাপতি।

তবে শুধুমাত্র সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল একা নন দলটি বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র একইভাবে এই বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। আজমলের সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেন রাজ্যে কত বাংলাদেশে রয়েছেন সেটার সম্পূর্ণ তথ্য শুধুমাত্র কংগ্রেস নেতারা দিয়েছেন। হিতেশ্বর শইকিয়া দিয়েছিলেন, তরুণ গগৈ দিয়েছিলেন, জয়সোয়াল দিয়েছিলেন। কংগ্রেস ক্ষমতা থাকাকালীন ডি ভোটারের সমস্যার সমাধান হয়নি। এনআরসির সমস্যা সমাধানও কংগ্রেস করেনি। তারাই ডিটেনশন ক্যাম্প বানিয়ে দিয়ে গেছেন। কংগ্রেসের শাসনকালে সর্বাধিক রাজ্যে নরসংহার হয়েছে। কংগ্রেসের আমলেই অসম আঃেদালনের সময় হত্যা হয়েছিল ব্যাপকভাবে নরসংহার হয়েছিল। বরপেটা, বাশবাড়ি কোকরাঝাড়ে সংগঠিত নরসংহার কংগ্রেসের শাসনকালে হয়েছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র।

যোগেশ্বরী মায়ের মহিমা অপার

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ যোগেশ্বরী মা যাঁর পুরো নাম শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মাতাজী ওরফে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র শিষ্যা ওরফে সারদা মায়ের সেবিকা ওরফে স্বামী বিবেকানন্দের গুরু বোন ওরফে মহান সাধিকা ও বাক সিদ্ধা ওরফে মাতাজী আশ্রমের সংস্থাপিকা।তখন কার দিনে মায়ের মহিমা প্রচার হয় নি তাই কিছু লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন মাতাজী।তা ছাড়া মা নিজেও প্রচার চাইতেন না।তিনি ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর বারো বছর চিত্রকুট পর্বতে ও বারো বছর অধুনা ঝাড়খন্ডের চাওড়া পাহাড়ে তপস্যা করে প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছিলেন।তিনি চাইবাসার হুই পরিবারের সহযোগিতায় ১৯৩৮ সালে মাতাজী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।অর্থাৎ মাতাজী আশ্রমের এখন ৮৬ বছর চলছে।মাতাজী ১৯৫৮ সালে দেহ রাখেন।আমি ,,,সাধিকা যোগেশ্বরী মা ও মাতাজী আশ্রম হাতা,,নামে ২০০৪ সালে বই প্রকাশিত করি।তার আগে আমি যোগেশ্বরী মায়ের মহান ও অলৌকিক জীবন কাহিনী মাতাজীর মানস পুত্র ডাক্তার ভবানী প্রসাদ সেন,তাঁর মন্ত্র শিষ্যা রানুমা,রানুমার মন্ত্র শিষ্যা রেবা দি,ডাক্তার সেনের ভাই গৌরাঙ্গ সেন,মাতাজীর ভক্ত বসন্ত সরকার,ডাক্তার সুধীর কুমার দে,চন্দ্র মোহন মাহাতো,হরিপদ মাহাতো,হীরালাল দে,আমার বাবা মোহিনী মোহন দে,শঙ্কর বাবুর বাবা অতিশ্বর গোপ,ভক্ত ভূপেন্দ্র নাথ মণ্ডল আরো অনেকের কাছে শুনেছিলাম।বর্তমান সময়ে মাতাজীর একনিষ্ঠ ভক্ত যিনি বর্তমান মাতাজী আশ্রমের প্রবীণ ট্রাস্টি হীরালাল দে জীবিত আছেন আজ হঠাৎ তাঁর সাথে আমার যোগেশ্বরী মায়ের মহিমা নিয়ে চর্চা হলো।হীরাদার বয়স বর্তমান ৮৬ বছর অর্থাৎ মাতাজীর আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন তাঁর জন্ম হয়েছিলো।হীরাদা মাতাজী কে২০ বছর বয়স পর্য্যন্ত দেখেছেন।তাঁর জীবনের সাথে মাতাজীর মহিমা গভীর ভাবে জড়িয়ে আছে।হীরাদার কথা অনুসারে,,যোগেশ্বরী মা একজন বলিষ্ঠ চেহারা সম্পন্ন,তেজস্বী,হৃষ্ঠপুষ্ট মহিলা ছিলেন।সুঠাম দেহ,মাথায় জোটা,বড় বড় চোখ ছিলো তাঁর।তিনি সবাই কে বাবারা ও ছেলেরা বলে ডাকতেন।মা ভক্তদের খাওয়াতে ভালো বাসতেন।মা বাক সিদ্ধা ও মহান সাধিকা ছিলেন।মায়ের আশীর্বাদ ব্যর্থ যেতো না।একবার হীরাদা ও তাঁর বড় দাদা অনেক দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন।কিছুতেই জ্বর ছাড়ছিলো না অর্থাৎ টা য়ফোয়েড হয়েগেছিলো।তখনকার দিনে টায় ফয়েড এর ওষুধ ছিলো না।হীরাদার বাবা কোনো উপায় না দেখে যোগেশ্বরী মায়ের কাছে দুই ভাই কে নিয়ে যান।মা তাদের কে নদী থেকে চান করে আসার নির্দেশ দেন।চান করে এলে মাতাজী কলার সাথে কিছু ঔষধ খেতে দেন ও মাদুলী দেন।কিছুক্ষন পরেই ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায় ও দুই ভাই সুস্থ হয়ে যান।হীরা দা এই ঘটনা বলার সময় ভাবুক হয়ে উঠেন।এমনি ছিলো যোগেশ্বরী মায়ের মহিমা।

আর একটি ঘটনা যা আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম।তখন গরমের দিন থাকে।কাশী আগরওয়ালের তরফ থেকে হাতার মোড়ে পথিক দের জল পান করানো হতো।আমার বাবা মোহিনী মোহন দে ও নোয়াগ্রামের কিশোর মুদি হাতার মোড়ে জল দিতো ও সন্ধ্যার আছে হাঁড়ি গুলো কে মাতাজী আশ্রমে রেখে দিয়ে আসতো।একদিন সন্ধ্যে বেলায় হাঁড়ি রাখতে যাওয়ার সময় কিশোর মুদি কে একটি বিষাক্ত সাপ দংশন করে।আমার বাবা হাঁড়ি গুলোকে ফেলে দিয়ে তাঁকে কোলে করে মাতাজীর কাছে নিয়ে যায় ও সব ঘটনা খুলে বলে।মা তখন তাঁকে ঠাকুরের সামনে শুইয়ে দেন ও কিছু মন্ত্র বলে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেন।আশ্চর্যের বিষয় কিছুক্ষণ পরে কিশোর মুদি সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হয়ে যান।এমনি ছিলো যোগেশ্বরী মায়ের মহিমা।

আমার বাবা ও কাকা দেবেন্দ্রনাথ দে কীর্তন পার্টি নিয়ে মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় আরতি করতে যেতেন।আরতির শেষে সবাই কে মা প্রসাদ খাওয়াতেন।তাঁর ভালোবাসার অন্ত ছিলো না।বাবারা ও

ছেলেরা এই বুলি মায়ের মুখে থাকতো।আমি একদিন আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,,রামকৃষ্ণ ঠাকুর কে তোমরা কি বলে জানতে।

বাবা আমাকে বলেছিলেন,,তখন আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণকে অবতার বা ভগবান বলে জানতাম না।আমরা জানতাম তিনি মাতাজীর গুরু ছিলেন।একবার মাতাজী কে জিজ্ঞেস করার মাতাজী বলেছেন,,রামকৃষ্ণ দেব আমার গুরু।অর্থাৎ এই কথাটি প্রমাণিত হলো যে যোগেশ্বরী মা ঠাকুরের মন্ত্র শিষ্যা ছিলেন।ঠাকুর মাতাজী কে তারা বলে ডাকতেন।

চাওড়া পাহাড়ের উপরে পুকুরে যেখানে প্রাণের ভয়ে মানুষ যেতো না সেখানে মাতাজী প্রথমে একা পরে অবশ্য অনেকেই থাকতেন তাঁর মধ্যে সর মাঝি পরে যাকে মা সন্ন্যাস দিয়েছিলেন ও সর মহারাজ নামে পরিচিত হয়েছিলেন,অন্যতম।রানুমা ও চাওড়া পাহাড়ে মাতাজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন।মাতাজীর কুটিরে একসাথে বাঘ,গাভি, সাপ,হাতি আদি জন্তু জানুয়ারেরা থাকতে যাদের মধ্যে কোনো হিংসা থাকতো না।তবেই বুঝুন যোগেশ্বরী মায়ের কেমন মহিমা ছিলো। এমন মায়ের সন্তান আমরা।এমন মায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাতাজী আশ্রমের ভক্ত আমরা।

অসমে অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত নিম্নগামী বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অপরাধ মুক্ত হিসেবে গড়ে উঠতে অসম ইতিবাচক ভাবে সঠিক দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দূর্গা পূজার চার দিনের উন্মাদনা এবং আনন্দ উৎসবের অন্ত পরতেই রাজ্যবাসীকে জন্য সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান অসমে অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত নিম্নগামী হচ্ছে। রাজ্যবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অপরাধ মুক্ত হিসেবে গড়ে উঠতে অসম ইতিবাচক ভাবে সঠিক দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন তিনি।

এক গুরুত্বপূর্ণ টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে নিম্নগামী হচ্ছে। এর মূলে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। সক্রিয় পুলিশ পেট্রোলিং, ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট এর ক্ষেত্রে এফিশিয়েন্সি বৃদ্ধি পাওয়া, ফরেন্সিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া, সাধারণ মানুষ এবং পুলিশের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠা এবং এক্ষেত্রে অসম সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকার ফলে রাজ্য অপরাধের সংখ্যা বর্তমান নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেওয়া তথ্য অনুসারে রাজ্যে ২০১৯ সালে ১২৩৫ টি হত্যাকাণ্ড, ১৯৫২ টি ধর্ষণ এবং ১৯৮ টি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। একইভাবে ২০২০ সালে ১১৩১টি হত্যা, ১৭৩৬ টি ধর্ষণ, ১৯৮ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ২০২১ সালে ১১৯২ টি হত্যা, ১৯২২ টি ধর্ষণ, ১৮৮ টি ডাকাতি হলেও ২০২২ সালে ১০৮৪ টি হত্যাকাণ্ড, ১১১৩ টি ধর্ষণ এবং ৮৫ টি ডাকাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৬৮৬ টি হত্যাকাণ্ড, ৬৫৬ টি ধর্ষণ এবং ৫৫ টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এই তথ্যকে সামনে রেখে রাজ্যবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অপরাধ মুক্ত হিসেবে গড়ে উঠতে অসম ইতিবাচক ভাবে সঠিক দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলকে পাল্টা তোপ বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার

এআইইউডিএফ সভাপতিকে বিধানসভা কিংবা লোকসভায় অভিযোগ উত্থাপন করার আহ্বান, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প না ছড়ানোর অনুরোধ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া, তরুণ গগৈ রাজ্যে মিয়াদের বাংলাদেশী সাজিয়েছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার পুত্র হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকিয়া। তিনি এক্ষেত্রে নিজের বক্তব্যে এআইইউডিএফ সভাপতিকে বিধানসভা কিংবা লোকসভায় অভিযোগ উত্থাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন। বিধানসভা কিংবা লোকসভায় এআইইউডিএফ দলের তরফে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হলে তথ্য সহকারে তিনি এর জবাব দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন বিরোধী দলপতি। তাছাড়া ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প না ছড়ানোর জন্য মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত কংগ্রেস বিশেষ করে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া এবং তরুণ গগৈর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। বদরুদ্দিন আজমল বলেছেন রাজ্যের সংখ্যালঘুদের স্বার্থে কংগ্রেস কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অধিকাংশ সময় কংগ্রেস শাসনকাল থাকার পরেও শিক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা জমির পাট্টা প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা বন্যা এবং ভাঙ্গনের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি রাজ্যের মিয়াদের বাংলাদেশী সাজিয়েছে কংগ্রেস। এক্ষেত্রে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া এবং তরুণ গগৈর নাম উত্থাপন করে দুজনের সমালোচনা করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন বদরুদ্দিন আজমল যে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সেটা যেন তার দলের সদস্যরা বিধানসভায় কিংবা সংসদে সুন্দরভাবে উত্থাপন করেন। এই বিষয় নিয়ে একটি বিতর্ক হওয়া প্রযোজন রয়েছে। বিতর্ক হলে এক্ষেত্রে তথ্য সহকারে এর জবাব দেওয়া হবে। তবে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল নিয়মিতভাবে নানা ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করছেন। এক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মেয়েদের দেখলে মুসলমান ছেলেদের শরীর গরম হয় বলেও মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। তাছাড়া তিনি সাত বছরের হাসিল পাঠ্যক্রম পাস করেছেন মৌলবি শিক্ষা অনুষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে। ফলে আজমলকে একজন ধর্মগুরু বলেই আখ্যা দিয়েছেন তিনি। যেহেতু বদরুদ্দিন আজমল একজন ধর্মগুরু ফলে তার ধর্মীয় কথা বলা উচিত, ধর্মীয় জ্ঞান দেওয়া উচিত। তাছাড়া ধর্মীয় নেতারা বিষবাষ্প ছড়াড় না বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল যেন সাম্প্রদায়িক মন্তব্য না করেন সে ক্ষেত্রে অনুরোধ জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন মিয়া শব্দ যা তা ভাবে উত্থাপন করে তাদের সম্মান হানি করছেন বদরুদ্দিন আজমল। কারণ মিয়া শব্দের মহত্ত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে মিয়াদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাবে ব্যবহার করছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিরোধী দলপতি। অন্যদিকে তার পূর্বপুরুষ চীন দেশ থাইল্যান্ড বার্মা ম্যায়ানমার থেকে থেকে এসেছিলেন বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি আক্ষেপ করেন না। কারণ পূর্বপুরুষরা যেখান থেকে আসুক বর্তমান অসমীয়া হয়ে এই রাজ্যে রয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি গর্বিত বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

অন্যদিকে কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন এআইইউডিএফ এর সদস্য কিংবা সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল অনবরতভাবে মিয়া বাংলাদেশী এইসব নিয়ে মন্তব্য করে চলেছেন। তাদের শরীরের কোন স্থানে কোথায় বাংলাদেশী বলে রাবার স্টাম্প মারা রয়েছে সেটা দেখানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া জ্ঞান থাকা সমাজের কোনো সভ্য ব্যক্তি এই ধরনের মন্তব্য করবেন না বলে বদরুদ্দিন আজমলকে লক্ষ্য হিসাবে নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার।

মাতাজী আশ্রমে নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির আয়োজিত, শিবিরে মোট ২৪৫ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলো

জামশেদপুর ঃ পরম পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্রীর শুভ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ সেবা সদন ও পূর্ণিমা নেত্রালয় জামশেদপুরের যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৫ শে অক্টোবর হাতার মাতাজী আশ্রমে একটি মেগা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হলো।শিবির টির ধুপ ও দীপ জ্বেলে শুভ উদ্বোধন করলেন ব্রহ্মানন্দ হাসপাতালের ম্যানেজিং ট্রাস্টি শ্রী মনোবিন্দু ভট্টাচার্য্য।এই উপলক্ষে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো,বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পটকার বিধায়ক সঞ্জীব সরদার,জুড়ির মুখিয়া সুখলাল সরদার,সমাজসেবী মনোজ কুমার সরদার প্রমুখ।মুখ্য অতিথি বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো বললেন,,সেবাই পরম ধর্ম।ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণিমা নেত্রালয় সমাজের ভালো কাজ করছেন।তাদের কে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।বিশিষ্ট অতিথি সঞ্জীব সরদার বললেন,,ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণিমা নেত্রালয় কেবল শহরেই সীমাবদ্ধ নয় গ্রামেও কাজ করছেন।এই জন্য উনাদের কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ।সুদূর গ্রামে ক্যাম্প লাগালে গরীব মানুষ আরো উপকৃত হবে।শিবিরে প্রায় ২৪৫ জনের নিশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলো যেখানে ব্লাড সুগার,ব্লাড প্রেসার,ওজন ,কিডনি ও চোখ মুখ্য রূপে ছিলো।শিবিরে সিনিয়ার ডাক্তার এম,এল,আলী,হৃদ রোগ বিশেষজ্ঞ মুকেশ কুমার,সিনিয়ার অর্থ সার্জেন ডাক্তার বরুন চন্দ্র,যুরোলজিস্ট ডাক্তার অজয় আগরবাল,নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তার সুজিত কুমার,স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পুনম কুমারী রোগীদের পরীক্ষা করলেন।শিবিরে ফ্রি ওষুধ ও দেওয়া হলো।শিবিরে নির্বাচিত ১০০ জন রোগীর নিশুল্ক মতিয়াবিন্দ অপারেশন করা হবে।এ ছাড়াও ১০ জন হৃদয় রোগীর এনজিওগ্রাফি ও একজন রোগীর নিশুল্ক ইনজিওপ্লাস্টিক করা হবে।সবশেষে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে নিশুলক শিবির আয়োজন করার জন্য ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণিমা নেত্রালয় কে সুনীল কুমার দে ধন্যবাদ জানালেন।এই উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দের ভক্ত ও শিষ্য ছাড়াও মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে কমল কান্তি ঘোষ,মোহিতোষ মণ্ডল,সুদীপ মুখার্জি,হীরালাল দে,দুলাল মুখার্জি,বিস্বামিত্র খন্দায়েত,বিমল মণ্ডল,অজিত সরদার,মনি পাল,লোচনা মণ্ডল,সুজতা মরল,বন্দনা মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,অসীম মণ্ডল,তড়িৎ মণ্ডল,উমা খন্দায়েত,মহেশ বিয়ানী,সহদেব মণ্ডল,সঞ্জীব সাহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তান দলে লড়াকু মনোভাবের অভাব আছে বলে মনে করেন না শাদাব

দিল্লি ঃ বিশ্বকাপে খুব বাজে সময় কাটছে পাকিস্তানের। অথচ কী দারুণ শুরুটাই না করেছিল তারা। প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ৮১ রানে হারানোর পর শ্রীলঙ্কাকে পাকিস্তান হারিয়েছিল বিশ্বকাপের রেকর্ড ৩৪৫ রান তাড়া করে। অনেকেই পাকিস্তানকে সেমিফাইনালে দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু এর পরের তিন ম্যাচ টানা হেরেছে বাবর আজমের দল। ভারত, অস্ট্রেলিয়ার পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে তারা হেরেছে ৮ উইকেটে। তীব্র সমালোচনার মুখে এখন পাকিস্তান দল। যে দলটিকে সেমিফাইনালে দেখছিলেন কেউ কেউ, তারাই এখন বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশেষ করে আফগানিস্তান এত সহজে পাকিস্তানকে হারিয়েছে, যে বাবর রিজওয়ান শাদাবদের লড়াইয়ের সামর্থ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেছে। তবে চেন্নাইয়ে শুক্রবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচের আগে এটা নিয়েই সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন লেগ স্পিনার শাদাব খান। শাদাব মনে করেন, পাকিস্তান দলের লড়াইয়ের সামর্থ্য নেই, এ কথা ঠিক নয়, 'আমি মনে করি না দলের মধ্যে লড়াকু মনোভাবের অভাব আছে। অনেকেই এমন বলছেন, সেটি তাঁরা বলতেই পারেন। তবে দল হিসেবে আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি এটা বলতে পারি। আমরা ঘুরে দাঁড়াতে জানি। তবে কেউ যদি আমাদের সামর্থ্যের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সেটিকে আমি তাদের নিজস্ব মত হিসেবেই ধরে নিতে চাই। যেহেতু আমরা খারাপ খেলছি, তাই অভিযোগ উঠবেই।' এখন বাকি ম্যাচগুলো জিতেই ঘুরে দাঁড়াতে চান। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে চান শাদাব, 'যখন আপনি ভালো করবেন না, হারতে থাকবেন। তখন অনেকেই অনেক কথা বলবে। প্রচুর সমালোচনা হবে। আমরা এখন বাকি ম্যাচগুলো জিতে সমালোচনা বন্ধ করতে চাই। এখন আমাদের সব মনোযোগ বাকি ম্যাচগুলোতে। আমরা প্রতিটিই জিততে চাই।' চেন্নাইয়ে পাকিস্তান কাল কঠিন পরীক্ষা দিতেই নামবে। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে নিজেদের ভয়ংকর দল হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানরা রানের বন্যাই বইয়ে দিচ্ছেন প্রতিটি ম্যাচেই। কুইন্টন ডি কক, হাইনরিখ ক্লাসেনরা ঝড় তুলছেন। ইংল্যান্ডকে তারা হারিয়েছে বিশাল ব্যবধানে। বাংলাদেশও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি। উড়িয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। দক্ষিণ আফ্রিকা এখন পর্যন্ত এক ম্যাচেই হেরেছে সেটি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। বিশ্বকাপে কোনো ধরনের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে কাল পাকিস্তানকে 'নেদারল্যান্ডস' হতেই হবে। শাদাবরা কি সেটি পারবেন?

বাটলারের কাছেও নেই কোনো উত্তর

লন্ডন ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ নিজেদের সেরাটা থেকে 'অনেক দূরে' দাঁড়িয়ে আছেন ইংলিশ খেলোয়াড়েরা এমন মনে করেন জস বাটলার। ঠিক কী কারণে এমন পরিস্থিতি, এর সোজাসাপটা কোনো উত্তর নেই ইংল্যান্ড অধিনায়কের কাছেও। শ্রীলঙ্কার কাছে বেঙ্গালুরুতে ৮ উইকেটের হারে বিশ্বকাপ থেকে অনেকটাই ছিটকে যাওয়ার পর এমন বলেছেন বাটলার। অধিনায়ক হিসেবে এমন পারফরম্যান্সের দায়টা শুরুতে গিয়ে তাঁর ওপর পড়ে বলেও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে শুধু বাংলাদেশকেই হারাতে পেরেছে ইংল্যান্ড। বাকি ৪ ম্যাচেই তারা হেরেছে বেশ বাজেভাবে, যার সর্বশেষটি আজ এসেছে বেঙ্গালুরুতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। আগে ব্যাটিং করে ১৫৬ রানেই গুটিয়ে গেছে একসময় আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে দাপট দেখানো ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। শ্রীলঙ্কা ম্যাচ জিতেছে ২৪.২ ওভার বাকি থাকতেই। নিউজিল্যান্ডের কাছে প্রথম ম্যাচে ৯ উইকেটে হারলেও বাংলাদেশকে ১৩৭ রানে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড, তখন মনে হয়েছিল ঠিক পথে ফিরেছিল তারা। তবে আফগানিস্তানের কাছে ৬৯ রানে হেরে বড় ধাক্কা খাওয়া ইংল্যান্ড পরের দুই ম্যাচে উড়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার কাছে। এমন পারফরম্যান্সের কারণ খুঁজতে গিয়ে আজ ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণীতে অসহায়ত্বই ফুটে উঠল বাটলারের কণ্ঠে, 'অনেক কঠিন আর হতাশার এক টুর্নামেন্ট যাচ্ছে। নিজের ওপর, আর সবার ওপরই হতাশ, কেউই নিজেদের সেরাটা দেখাতে পারিনি। (কেন এমন হচ্ছে), এর কোনো সোজাসাপটা উত্তর এই মুহূর্তে নেই।' আত্মবিশ্বাস নেই কি না সাবেক অধিনায়ক মাইকেল আথারটনের এমন এক প্রশ্নের জবাবে বাটলার বলেছেন, 'সত্যি বলতে কি, তেমন নয়। ড্রেসিংরুমে অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আছে, যারা অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে গেছে, যারা অভিজ্ঞ। আপনি রাতারাতি বাজে খেলোয়াড় হয়ে যাবেন না, রাতারাতি বাজে দলও হয়ে যাবে না। আমার মনে হয়, সবচেয়ে বড় হতাশার এটিই। আমরা নিজেদের সেরা থেকে এতটা পিছিয়ে এবং সেটি নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই। কোনো দিকে আসলে আঙুল তুলতে পারছি না এখন।' এমন হওয়ার কারণটা না জানলেও বাজে পারফরম্যান্সের দায়টা ঠিকই নিচ্ছেন বাটলার, 'দলের খেলোয়াড়দের চেষ্টার ত্রুটি দেখি না আসলে, তবে আমরা নিজেদের সেরা খেলাটা থেকে অনেক পিছিয়ে। এটি সামনে থেকেই শুরু হয়, অধিনায়ক হিসেবে আপনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চাইবেন এবং আমি নিজেই আমার সেরা পারফরম্যান্স থেকে অনেকটাই পিছিয়ে।' ২০১৯ বিশ্বকাপে পুরো টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ১৩ জনকে খেলিয়েছিল ইংল্যান্ড, এবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে এসেই তারা ১৫ জনকে খেলিয়ে ফেলেছে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচের আগেও দলে এনেছে তিনটি পরিবর্তন। তবে দল নির্বাচনে এ অধারাবাহিকতা নিয়ে সমস্যা দেখেন না বাটলার, '(হ্যাঁ) দল নির্বাচন এমন কিছু, যাতে আপনি ধারাবাহিক হতে চাইবেন, আস্থার জায়গাটি গড়ে তুলতে চাইবেন। তবে এই মুহূর্তে দল নির্বাচন নয়, পারফরম্যান্সই সমস্যা। মাঠে যারা নেমেছে, তারা কেউই নিজেদের মানটা ধরে রাখতে পারেনি। আমরা যে ভুল করছি, সাধারণত এমন খুব বেশি দেখবেন না। মৌলিক বিষয়গুলোই ঠিকমতো করতে পারছি না।' এ হারের পর সেমিফাইনালের স্বপ্ন যদি টিকে থাকেও ইংল্যান্ডের, নিজেদের হাতে আর নেই সেটি। এখন পরের ম্যাচগুলো জিততে তো হবেই, সঙ্গে বেশ কিছু যদি কিন্তুর ওপরও নির্ভর করতে হবে তাদের। পরের ম্যাচগুলোতে কিসের আশায় তাঁরা খেলবেন এমন প্রশ্নের জবাবে বাটলার বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ব্যক্তিগত গর্ব। টুর্নামেন্টের পরের অংশে যাই ঘটুক না কেন, সামনে আমরা নিজেদের ভালো একটা পারফরম্যান্স দিতে চাই।' এমন হারের পর খুব বেশি সময়ও পাবে না ইংল্যান্ড, ২৯ তারিখেই পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা ভারতের মুখোমুখি হবে তারা। ইংল্যান্ডের পরের ম্যাচগুলো অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে।

কোণঠাসা দুই সিংহের লড়াইয়ে রাজা শ্রীলঙ্কা, দর্শক ইংল্যান্ড

বেঙ্গালুরু ঃ ইংল্যান্ড ঃ ৫০ ওভারে ১৫৬
শ্রীলঙ্কা ঃ ২৫.৪ ওভারে ১৬০/২
ফল ঃ ৮ উইকেটে জয়ী

এ ম্যাচের আগে দুই দলই ছিল কোণঠাসা অবস্থায়। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কোণঠাসা দুই সিংহের সেই লড়াইয়ে অবশ্য খুঁজে পাওয়া গেল একটি সিংহকেই। সেটি শ্রীলঙ্কা। পিচের দাবি অনুযায়ী বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং, দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ের পর রান তাড়ায় মাথা ঠান্ডা রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে লঙ্কানরা। ইংল্যান্ডের দেওয়া ১৫৭ রানের লক্ষ্য তারা পেরিয়ে গেছে ২৪.২ ওভার বাকি থাকতেই, যেটি বিশ্বকাপে ইংলিশদের বিপক্ষে লঙ্কানদের টানা পঞ্চম জয়।

এবার প্রথম ৩টি ম্যাচ হারার পর টানা দুই জয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিল শ্রীলঙ্কা, অন্যদিকে প্রথম ৫ ম্যাচের ৪টিতেই হেরে টুর্নামেন্টে শুধু খাতাকলমেই টিকে থাকল এখনকার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। এ জয়ের পর পয়েন্ট তালিকার পাঁচে উঠে এসেছে শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ডের নিচে শুধু নেদারল্যান্ডস।

১৫৬ রানের সম্বল নিয়ে ম্যাচের মাঝপথে খুব একটা উজ্জীবিত থাকার কথা ছিল না ইংল্যান্ডের। যদিও দ্বিতীয় ওভারে কুশল পেরেরাকে ফিরিয়েছিলেন ডেভিড উইলি। ঠিক পরের বলেই কুশল মেন্ডিস স্লিপে ক্যাচ তুললেও সময়মতো হাত তুলতে পারেননি জো রুট। ষষ্ঠ ওভারে উইলিকে ঘুরিয়ে খেলতে গিয়ে সোজা ওপরে ক্যাচ তুলে অবশ্য থামেন মেন্ডিস। ২৩ রানে ২ উইকেট হারিয়েছিল তখন শ্রীলঙ্কা, দ্রুত আরও ২-১টি উইকেট ইংল্যান্ডকে লড়াইয়ে রাখতে পারত। কিন্তু পাতুম নিশাঙ্কা ও সাদিরা সামারাবিক্রমা ইংলিশদের শুধু হতাশই করে গেছেন ১৩৭ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে।

দুজনই উইকেটের চারপাশে খেলেছেন, সুযোগ পেলেই বাউন্ডারি মেরেছেন। ৫৪ বলে অর্ধশতক পূর্ণ করেন নিশাঙ্কা, সামারাবিক্রমার লাগে ৪৪ বল। ৮৩ বলে ৭৭ রানে অপরাজিত থাকেন নিশাঙ্কা, ৫৪ বলে ৬৫ রান সামারাবিক্রমার। ২৬তম ওভারের চতুর্থ বলে আদিল রশিদকে ছক্কা মেরে জয় নিশ্চিত করেন নিশাঙ্কা, ইংল্যান্ডের ওপর শ্রীলঙ্কার দাপট তাতে ফুটে ওঠে আরেকবার।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আগের ম্যাচে ইংল্যান্ডের টসে জিতে ব্যাটিং না নেওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা হয়েছে অনেক। এবার জস বাটলার ব্যাটিং-ই নেন। কিন্তু বেঙ্গালুরুতে আরেকবার নিজেদের মেলে ধরতে প্রবলভাবে ব্যর্থ হয়েছে একসময় রাজত্ব করা ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। বেন স্টোকস লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিলেন, তবে ওই চেষ্টা পর্যন্তই। সফল আর হয়নি সেটি।

ইংলিশদের পথ হারানোর শুরুটা হতে পারত ইনিংসের প্রথম বলেই। দিলশান মাদুশঙ্কার বলে রিভিউ নিলে এলবিডব্লু হতে পারতেন জনি বেয়ারস্টো। সেটি বাদ দিলে ডেভিড ম্যালানের সঙ্গে বেয়ারস্টো প্রথম ৬ ওভারে ৯টি বাউন্ডারি মেরে শুরুটা ভালোই করেছিলেন। ২০২০ সালের মার্চের পর প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে আসা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ভাঙেন সে জুটি, অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বলে খোঁচা দিয়ে আউট হন ডেভিড ম্যালান।

সে উইকেটে বাড়ে চাপ, প্রথম পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে জো রুটের রানআউট সেটি বাড়িয়ে দেয় আরও। পাওয়ার প্লের মধ্যেও বাউন্ডারি পাচ্ছিল না ইংল্যান্ড, সে চাপেই আসে পরের উইকেট। কাসুন রাজিতাকে তুলে মারতে গিয়ে মিড অনে ধরা পড়েন বেয়ারস্টো। শুরুটা ইতিবাচক হলেও জস বাটলারের দুঃসময় ফুরায়নি এ দিনও। কুমারার পঞ্চমষষ্ঠ স্টাম্প লাইনে ব্যাক অব লেংথের বলে ব্যাট চালিয়ে উইকেটকিপার ও অধিনায়ক কুশল মেন্ডিসের হাতে ক্যাচ দেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। দলে ফেরা লিয়াম লিভিংস্টোন কুমারার লেংথ বলে আড়াআড়ি খেলতে গিয়ে হন এলবিডব্লু, বাটলার আউট হওয়ার ১২ বল পর।

৮৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলা ইংল্যান্ড তখন ধুঁকছে, এর মধ্যে পরপর ২ ওভারে বাঁচেন স্টোকস। তাঁর সঙ্গে মঈনের জুটি অবশ্য একটু আশা জুগিয়েছিল তাদের, আক্রমণ করে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু ফিরতি স্পেলে ফেরা ম্যাথুসকে আলগা শট খেলে মঈন আউট হলে বড় ক্ষতি করার আগেই ভাঙে সে জুটি।

পরের ওভারে ক্রিস ওকসের উইকেট ইংল্যান্ডকে নিয়ে যায় খাদের কিনারে। রাজিতার বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ তুলেছিলেন ওকস, বাঁ দিকে ঝুঁকে সেটি নেন সামারাবিক্রমা। মাঠের আম্পায়াররা নিশ্চিত ছিলেন না, রিপ্লে তেমন পরিষ্কার না হলেও বলের নিচে সামারাবিক্রমার আঙুল ছিল মনে করে আউটই দেন টেলিভিশন আম্পায়ার আহসান রাজা। ইংল্যান্ড হয়তো তখন ছিল স্টোকসের কাছ থেকে আরেকটি কোনো অতিমানবীয় পারফরম্যান্সের অপেক্ষায়। কিন্তু কুমারার শর্ট বলে আগেভাগেই পুল করে বাউন্ডারি পার করাতে পারেননি স্টোকস, তাঁর ৭৩ বলে ৪৩ রানের ইনিংসও পারেনি ইংল্যান্ডকে খাদ থেকে টেনে তুলতে।

ইংল্যান্ডের অবস্থা কেমন এলোমেলো, সেটি ফুটে ওঠে অবশ্য আদিল রশিদের রানআউটে। তিকশানার বল মিস করেছিলেন উইলি, যেটি যায় মেন্ডিসের হাতে। রশিদ তখন ননস্ট্রাইক প্রান্তে ক্রিজের বাইরে, মেন্ডিস যে থ্রো করতে পারেন, সেটি যেন মাথাতেই আসেনি তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ উইকেট জুটিতে তবু কিছু রান করেছিল ইংল্যান্ড, আজ হয়নি সেটিও। এবার আসলে কিছুই হচ্ছে না ইংলিশদের।

ভালো খেলছি না, সমালোচনা তো হবেই বললেন শাদাব

দিল্লি ঃ পাকিস্তান দলের টানা হারের জেরে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হচ্ছেন বাবর আজম। পাঁচ ম্যাচে দুটি অর্ধশতক করলেও ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান দলের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অবদান রাখতে পারছেন না। এর চেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে বাবরের অধিনায়কত্ব নিয়ে। পাকিস্তান দলে নেতৃত্বের অংশ শাদাব খানও। সহ অধিনায়কের দায়িত্বে থাকা এই অলরাউন্ডার ব্যাটে বলে ছন্দে নেই। এর মধ্যে এক ম্যাচের একাদশ থেকে বাদও পড়েছেন। পাকিস্তানের সামনে যখন 'বাঁচা মরা'র সমীকরণ, তখন আলোচনায় উঠে আসছে শাদাবের পারফরম্যান্সও। ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার ব্যর্থতা মেনে নিয়ে বলেন, খারাপ করলে সমালোচনা হবেই। তবে সব দিন একই রকম যায় না।

টানা তিন ম্যাচে হেরে যাওয়া পাকিস্তান নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে চেন্নাইয়ে। গত সোমবার এই মাঠেই আফগানিস্তানের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছে তারা। সেদিন ব্যাট হাতে ৪০ রান করলেও বল হাতে ৮ ওভারে ৪৯ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন শাদাব। এর আগে উইকেট নিতে পারেননি ভারতের বিপক্ষেও। এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে শাদাবের শিকার মাত্র ২ উইকেট। একজন স্পিনার ও সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর এমন পারফরম্যান্সে সমালোচনা হচ্ছে, আজ চেন্নাইয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা উল্লেখ করলে শাদাব বলেন, 'সমালোচনা যৌক্তিক। সাম্প্রতিক সময়ে আমি ভালো খেলছি না। এত বড় একটা টুর্নামেণ্টে পারফর্ম না করলে সমালোচনা তো হবেই। তবে সব দিন একই রকম যায় না। ক্রিকেটে উত্থানপতন থাকবেই।'

ব্যাটসম্যান হিসেবেও শাদাব রান পাচ্ছেন না। গত দুই তিন বছরে বেশ কয়েকটি ম্যাচে ব্যাট হাতে অবদান আছে তাঁর। এখন পর্যন্ত খেলা ৪২ ইনিংসে ২৬.০৬ গড়ে রান তোলার পথে আছে চারটি অর্ধশতক। কিন্তু বিশ্বকাপে তিন ইনিংস ব্যাট করে শাদাবের ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৭৪ রান। ব্যাটিং বোলিং, দুটোই সামাল দেওয়াটা কি বিশ্বকাপে চাপ হয়ে যাচ্ছে শাদাবের জন্য?

এ বিষয়ে হ্যাঁসূচক উত্তরই দিয়েছেন শাদাব, 'অন্যদের তুলনায় একজন অলরাউন্ডারের চাপ দ্বিগুণ। তিন বিভাগেই বাড়তি সময় দিতে হয়। কখনো কখনো তিনটির জন্য সময় বের করাটা কঠিন হয়ে যায়। তবে আমি যেহেতু বোলিং অলরাউন্ডার, মূল মনোযোগ থাকে যতটা সম্ভব বোলিংয়ের দিকে। ব্যাটিংটা প্লাস পয়েন্ট, যেটা দলে একটা ভারসাম্য এনে দেয়।'

হামাসের অর্থের উৎস কী?

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিগত তিন সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পুরো বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। যুদ্ধবিদ্ধস্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে পাঠকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিবিসির সংবাদদাতারা। ইসরায়েলের ওপরে হামাসের আক্রমণের তিন সপ্তাহ হতে চলল। ওই হামলায় মারা গেছেন ১৪শো মানুষ। ইসরায়েল পাল্টা বোমার আঘাত হেনেছে গাজা ভূখণ্ডের উপর। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের বোমার আঘাতে নিহত হয়েছেন পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ।

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইতিমধ্যে পশ্চিমা দেশের নেতারা ইসরায়েল সফরে এসেছেন। এর পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক আইন মেনে, গাজাতে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি নিয়েও তারা ইসরায়েলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

ইতিমধ্যে গাজার উপর স্থল অভিযানের আশঙ্কা করা হচ্ছে, যদিও সেটা ঠিক কবে হতে চলেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, এবং তা ক্রমশ বেশ জটিলও হয়ে উঠছে। ইসরায়েলগাজার রণাঙ্গনের চিত্র আরও স্পষ্ট করে তুলতে ওই যুদ্ধবিদ্ধস্ত অঞ্চলে কর্মরত বিবিসির সাংবাদিকরা পাঠকদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

রোজমেরি মালটাসস্মিথ জানতে চেয়েছেন ঃ হামাসকে কারা গোড়া থেকে অর্থের যোগান দিয়ে এসেছে? এখন কারা হামাসকে আর্থিক ভাবে কারা সাহায্য করে? কীভাবে তারা হামাসকে অর্থ দেন?

জেরুজালেম থেকে আমাদের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সংবাদদাতা ইযোলান্দ নেল এর উত্তরে বলেছেন ঃ

শুরুর দিকে, প্রবাসী ফিলিস্তিনি এবং ব্যক্তিগত দাতা, যারা মূলত আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের বাসিন্দা, তারাই হামাসকে অর্থ সাহায্য করতেন। কিছু ইসলামিক দাতব্য গোষ্ঠীও আর্থিক সাহায্য করত।

তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা তাদের (হামাসকে) জঙ্গি গোষ্ঠী ঘোষণা করার পরে, এইভাবে আর্থিক সাহায্য করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে।

এখন, ইরানের কাছ থেকে হামাস অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য সামগ্রী পেয়ে থাকে।

গাজায় সাম্প্রতিক চূড়ান্ত আর্থিক সঙ্কটের সময়ে কাতার ফিলিস্তিনকে সাহায্য করেছে। তারা আগেও ফিলিস্তিনকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। ওই অর্থ মূলত খরচ করা হয়েছিল ফিলিস্তিনের কয়েক হাজার সরকারি কর্মচারীর বেতন দিতে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রক বা ইউএস ট্রেজারি এও জানিয়েছে, যে হামাসের একটি গোপন আন্তর্জাতিক বিনিযোগ ব্যবস্থা আছে, যা থেকে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ তৈরি করে।

সুদান, আলজেরিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং অন্যান্য দেশ থেকে পরিচালিত সংস্থাগুলি ওই সম্পদ ব্যবহার করে হামাসকে অর্থ জুগিয়ে থাকে।

গাজায় খাদ্য ও জ্বালানি পৌঁছচ্ছে?

ক্যারোলাইন কেলি জানতে চেয়েছেন ঃ গত দুই সপ্তাহ ধরে ইসরায়েল গাজা অবরোধ করে রেখেছে, এর মানে কি, গাজার মানুষরা কোনও জল, জ্বালানি ও বিদ্যুত পরিষেবা পাচ্ছেন না?

মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিবিসির সংবাদদাতা টম বেটমেন এর উত্তরে বলেছেন ঃ গাজার উপর 'সম্পূর্ণ অবরোধ' জারি করছে বলে জানিয়েছিল ইসরায়েল।

জ্বালানি মন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ হামাসের হামলার পরে বলেছিলেন যতক্ষণ না জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে, ততক্ষণ জল বা বিদ্যুৎ দেওয়া হবে না। তিনি এটাকে 'মানবিকতার জন্য মানবিকতা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। হামাস গাজা ভূখণ্ডের ওপরে ক্ষমতা বিস্তারের পরে ২০০৬ সাল থেকে মিশরের মদতে ওই অঞ্চলের ওপরে

কড়া অবরোধ জারি করে ইসরায়েল।

ইসরায়েল বলেছিল অস্ত্র তৈরির উপকরণ যাতে গাজায় না ঢুকতে পারে, সেজন্যই এই পদক্ষেপ।

এর ফলে সাধারণ জীবনযাপন ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ গাজায় কী প্রবেশ করবে আর কী করবে না, তার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে ইসরায়েল ও মিশর। তবে মিশর থেকে সুড়ঙ্গ দিয়ে চোরাগোপ্তা পথে যা প্রবেশ করত, তার ওপরে কারও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

কয়েকটি ত্রাণ সামগ্রী বহনকারী ট্রাক ছাড়া শনিবার থেকে আর কিছুই প্রবেশ করে নি মিশরের সীমান্ত দিয়ে। খান ইউনুস শহরের পূর্ব দিকের অংশে কয়েক ঘন্টার জন্য জল সরবরাহ করছে ইসরায়েল।

অর্থাৎ, যুদ্ধের আগে থেকে গাজায় যে পরিমান জল আর জ্বালানী মজুত করা ছিল, তা দিয়েই এখন কাজ চলছে। এর মধ্যে জেনারেটর আর জলের ফিল্টার চালানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে মজুত ডিজেল বা বোতলজাত জল আর কুয়োর জলও রয়েছে। অনেক সময়েই কুয়োর জল অপরিশুদ্ধ হয়, ফিল্টার করা ছাড়া তা ব্যবহার করা যায় না।

ইসরায়েল কি জিম্মিদের উদ্ধার করতে পারবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাঠক ইমেল মারফত জানতে চেয়েছেন ঃ ইজরায়েলের তরফে হামাসের কব্জায় থাকা জিম্মিদের উদ্ধারের সম্ভাবনা কতটা?

বিবিসির নিরাপত্তা বিষয়ক সংবাদদাতা ফ্রাঙ্ক গার্ডনার বলেছেন ঃ গাজায় জিম্মিদের সংখ্যা প্রায় দুশো। জিম্মিদের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার ফলে তাদের সবাইকে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে উদ্ধার করা ইসরায়েলের পক্ষে কঠিন।

আমরা জানি, কাতারের মধ্যস্থতায় শুক্রবার দুজন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, এবং আরও দুজনকে সোমবার মুক্ত করা গিয়েছে। কাতার মনে করে এইভাবে আরও কিছু সংখ্যক জিম্মিকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব।

কেউ কেউ আবার এও মনে করেন যে ইসরায়েলি বাহিনীর গাজা আক্রমণ যাতে প্রতিহত করা যায়, সেজন্যই হামাস সময় কাটানোর কৌশল নিয়েছে।

জিম্মি উদ্ধার করতে ইসরায়েল পারদর্শী। তাদের স্পেশাল ফোর্স 'সায়রেত মতকল' এই ধরনের উদ্ধারকার্যের জন্যই নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

কিন্তু এক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যাও আছে।

জিম্মিদের একটা অংশ অথবা সবাইকেই মাটির নীচে টানেল বা বাঙ্কারে রাখা হয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে, জিম্মিদের অন্য গোপন আস্তানাতেও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যদি হামাস জানতে পারে যে জিম্মিদের উদ্ধার করার চেষ্টা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে, তারা হয়ত জিম্মিদের প্রথমেই হত্যা করার চেষ্টা করবে।

তাই যে কোনও রকমের উদ্ধার তৎপরতাই ঝুঁকিপূর্ণ।

সাইপ্রাস থেকে অ্যালেক্স জানতে চেয়েছেন, হামাসের কাছে হেরে যাওয়ার পর, ফাতাহ পুনরায় গাজা অধিগ্রহণ করবে কিনা এর কোনও ইঙ্গিত মিলেছে?

মধ্যপ্রাচ্য সংবাদদাতা ইযোলান্দ নেল বলেছেন ঃ হামাসের প্রধান প্রতিপক্ষ ফাতাহ একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল।

ফাতাহ নেতা প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বা প্যালেস্তিনিয়ান অথরিটির (পি এ) প্রধান, যারা অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেশকিছুটা অঞ্চল শাসন করে। একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলওর শীর্ষ নেতা।

কয়েক দফায় ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি শান্তি আলোচনায় অংশ নিয়েছিল যে পিএলও, হামাস বা ইসলামিক জিহাদ তাদের অংশ নয়।

পিএলও একসময় গাজা শাসন করলেও হামাস ২০০৭ সালে সেখানে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর পিএ নিরাপত্তা বাহিনীদের উৎখাত করে। পার্লামেন্ট নির্বাচনে হামাস জয়ী হওয়ার এক বছর পর এই ঘটনা ঘটে।

ইসরায়েলের জন্য সীমারেখা আছে কি?

স্যাম প্রশ্ন করেছেন, পশ্চিমা সরকারগুলি কি এই সংঘাতে ইসরায়েলের জন্য এমন কোনও সীমারেখা টেনে দিয়েছে, যেটা পেরনো যাবে না?

ফ্রাঙ্ক গার্ডনার উত্তরে বলেছেন ঃ

যদি তা থেকেও থাকে, তাহলে আমরা এটি সম্পর্কে খুব কমই শুনেছি। যেভাবে গত বছর ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন নিয়ে ন্যাটোতে আলোচনা হয়েছিল, সেরকম কোনও ঐক্যবদ্ধ 'পশ্চিমা অবস্থান' এই সংঘাতের ক্ষেত্রে নেই ।

গত সাতই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামাসের হামলার বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে অনেক পশ্চিমা নেতা ইসরায়েলকে তাদের পূর্ণ সমর্থন দিতে ছুটে আসেন।

যদিও ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক বিমান হামলায় গাজায় বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পর ইসরায়েলের মিত্র গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধারণা বাড়ছে যে নেতানিয়াহু সরকার বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। যুক্তরাষ্ট্রে ৯১১-এর পর আমরা রাগে অন্ধ ছিলাম, তেমনটা হবেন না, গত সপ্তাহে ইসরায়েলের সংক্ষিপ্ত সফরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই বার্তা দিয়েছিলেন। সমস্ত পশ্চিমা নেতারা ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘন না করার আহ্বান জানিয়েছেন, তবুও জাতিসংঘের সংস্থাগুলি এখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে তারা জনবহুল এলাকায় বোমা বর্ষণ করছে এবং ১০ লাখেরও বেশি মানুষকে ঘর ছাড়া করেছে।

টুকরো খবর

সিটি বাসস্ট্যাণ্ড লাগোয়া জিটিরোডে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন

পশ্চিম বর্ধমান আসানসোল ঃ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লীতে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে বুধবার তৃণমূলের শ্রমিক নেতা রাজু আলুয়ালিয়া আসানসোলের হটনরোড স্থিত সিটি বাসস্ট্যাণ্ড লাগোয়া জিটিরোডে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একই সাথে রাজু আলুয়ালিয়া বলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জনগণ বিরোধী সরকার। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জনগণের দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলছিল। অভিষেক সহ তৃণমূলের নেতাদের গ্রেফতার করে বিজেপি প্রমাণ করেছে তারা জনগণের অধিকার ও দাবিকে মান্যতা দিতে নারাজ। বিজেপি ভয় পেয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতিতে নেমে এসেছে। ২০২৪ এ দেশের মানুষ বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

সাগরের মহিষামারি গ্রামে হুগলি নদীর বাঁধে বড়সর ভাঙন

সাগর (সুদেষ্ণা মন্ডল) ঃ নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে শুরু হয়েছে বৃষ্টির ঝড়ো ইনিংস। নিম্নচাপ কোটালের জোড়া ফালায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা উপকূল তীরবর্তী এলাকার বিভিন্ন নদী বাঁধগুলিতে ইতিমধ্যেই ফাটল দেখা দিয়েছে। নদী বাঁধে ফাটলের কারণে রাতের ঘুম উড়েছে উপকূল তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যে কোটালের কারণে সুন্দরবনের উপকূল তীরবর্তী এলাকার নদীগুলিতে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষামারি গ্রামে হুগলি নদীর মাটির নদী বাঁধে বড়সড় ধস নামলো। প্রায় ১০০ মিটারের মতন মাটির নদী বাঁধ নদী গর্ভে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। এর ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। এই নদী বাঁধের পাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রাম ও কয়েকশো বিঘে চাষের জমি। নদী বাঁধ ভেঙে গেলে নদীর নোনা জলে প্লাবিত হবে গ্রাম ও চাষের জমি। আতঙ্কে নদী বাঁধ পাহারা দিচ্ছে গ্রামবাসীরা। নদী বাঁধের বেহাল দশায় কথা বারংবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু তাতে কোন সুরা হয়নি। নিম্নচাপের জেরে যে লাগাতার টানা বৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে মাটির নদী বাঁধে মাটি ধুতে শুরু করে দিয়েছে পাশাপাশি হুগলি নদীতে কোটালের কারণে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে নদী বাঁধে ধস নিয়েছে। পুজোর আগে যদি বাঁধ মেরামতি না হয়। তাহলে পুজোর সময় যে ঝড় আসার সম্ভাবনা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সেই দুর্যোগে আমাদের গোটা গ্রাম প্লাবিত হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে উপকূল তীরবর্তী এলাকার মানুষ জনকে নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বিকাশ দাস তিনি বলেন, সেচ দপ্তরের তরফ থেকে এই বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল। অস্থায়ীভাবে এই নদী বাঁধ মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। নদী বাঁধ ে জিও চট ও বালির বস্তা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে কাজ সম্পন্ন হয়নি। নিম্নচাপ ও ভোটারের জোড়া ফালায় মাটির নদী বাঁধে ধ্বস নিয়েছে। দ্রুততার সাথে প্রশাসন এই নদী বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করুক। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি এই বেহাল নদী বাঁধ যত দ্রুত সম্ভব মেরামতি করুক প্রশাসন। নাহলে আমরা সবাই ভেসে যাব।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী এলাকা জুড়ে হাতির আনাগোনা এদিন চোখে পড়লো

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে প্রতি বছর শীতের শুরুতেই হয় হাতির আনাগোনা। চলতি বছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি । পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী এলাকা জুড়ে হাতির আনাগোনা এদিন চোখে পড়লো। গড়বেতার কিয়াবনী এলাকায় জাতীয় সড়ক ৬০ আটকে দাঁড়ায় এক দাঁতাল হাতি। এরপর ঢুকে পড়ে তেল পাম্পে। আতঙ্কিত হন নিত্য যাত্রীরা। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়,দাড়িয়ে পড়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মালবাহী লরি বাস থেকে মোটর বাইক। গড়বেতার আমলাগোড়া রেঞ্জে হাতির পাল দেখতে পাওয়া যায়। হাতি চোখে পড়ে তুলসীচটি, নয়াবসত, আড়াবাড়ী এলাকাতেও। প্রতিটা গ্রামে গ্রামে সতর্ক করেছেন বনদপ্তরের কর্মীরা।

কনফারেন্স রুমে বসিয়ে তাঁদের প্রথমে চা বিস্কুটও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর জানানো হয় যে মন্ত্রী দেখা করবেন না

নয়াদিল্লি ঃ নয়াদিল্লিতে পুরনো সংসদ ভবনের অদূরেই কৃষি ভবন। সেখানে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর দফতর। এদিন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক থেকেই সময় দেওয়া হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের নেতা ও সাংসদদের। সন্ধে ৬টায় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক অভিষেক, রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সহ প্রায় চল্লিশ জন তৃণমূল নেতা ও সাংসদ গিয়েছিলেন কৃষিভবনে। বাংলা থেকে বঞ্চিতদের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। কনফারেন্স রুমে বসিয়ে তাঁদের প্রথমে চা বিস্কুটও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর জানানো হয় যে মন্ত্রী দেখা করবেন না। কিন্তু রাত সাড়ে ৮ টা নাগাদ তাঁদের ঘিরে ফেলে দিল্লি পুলিশ। তাঁদের উঠে যেতে বারবার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অভিষেকও পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দেন যে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করে তাঁরা যাবেন না। এর পরই রাত ন'টা নাগাদ পুলিশ তাঁদের ধাক্কা দিয়ে কৃষিভবন থেকে বের করে দেন। তৃণমূলের কোনও সাংসদকে ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ, কাউকে আবার চ্যাংদোলা করে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়েছে বলে অসন্তোষ জানিয়েছে তৃণমূল। দেখা যায়, কৃষি ভবনের পিছনের গেট থেকে বের করে তৃণমূল সাংসদদের পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসম নূর সহ সাংসদদের আটক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আটক করা হয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও প্রতি মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে।

বাইক দাঁড় করিয়ে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ

কৃষ্ণনগর ঃ শুট আউটের ঘটনায় চাঞ্চল্য।পুরনো বিবাদের জেরেই গুলি।এই ঘটনায় জখম এক শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল চিকিৎসাধীন। কৃষ্ণনগর চকের পাড়া এলাকার ঘটনা। পরপর চার রাউন্ড চালায় বলে অভিযোগ। তবে পুলিশ এই গুলির ঘটনা মানতে নারাজ। তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। সূত্রের খবর,মোটর সাইকেল চড়ে বাড়ি ফেরার সময় বাইক দাঁড় করিয়ে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ। এই ঘটনায় জখম হয় বুবাই ঘোষ নামে এক ব্যক্তি। গুলি তার পা ঘেঁষে চলে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় শক্তি নগর জেলা হাসপাতালে। আহত ব্যক্তির দাবি,তিনি যখন রাতে কৃষ্ণনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে চকের এলাকা দিয়ে বাইকে চড়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন তখন কয়েকজন দুস্কৃতী তাকে দাঁড় করায়। এরপর তাকে লক্ষ্য করে আগ্নেয় অস্ত্র বার করে তাকে লক্ষ্য করে চার রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তার মধ্যে একটি গুলি তার পা ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়।তিনি জানান যে চকের পাড়ার তার মামার বাড়ি থেকে যখন বাঘাডাঙ্গার নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন সেই সময় রানা দাস নামে এক যুবক তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তবে এই ঘটনায় রাণা দাস ও বুবাই ঘোষ দুজনেই তৃণমূল কর্মী সমর্থক বলেই জানা যায়। আহত ব্যক্তিকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।এই ঘটনার তদন্ত নেমেছে কৃষ্ণনগর কোতয়ালী থানার পুলিশ। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ গুলির কথা স্বীকার করতে নারাজ।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার নাগরিক পরিসেবা নিয়ে সিপিএমের অভিযান

আলিপুরদুয়ার ঃ শহরে মিছিল করে আলিপুরদুয়ার পুরসভার গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিপিএম। শহরের বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার, জঞ্জালমুক্ত করা, সলিডওয়েস্ট ম্যানেজমেঃট প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করা, মশা নিধন স্প্রে এবং জলাভূমি দখলমুক্ত করার দাবীসহ স্মারকলিপি জমাও করেন তারা পুরসভার চেয়ারম্যানের নিকট। এদিন সিপিএমের বিক্ষোভ থেকে রাজ্যের পুরসভার কর্মী নিয়োগসহ বিভিন্ন নিয়োগ দূর্নিতী নিয়ে সরব হয় আলিপুরদুয়ার সদর এরিয়া কমেটি সিপিএম।

মহাসমাবেশ নয়াপল্টনেই হবে এবং জড়ো হবে এক থেকে সোয়া লাখ মানুষ ঃবিএনপি

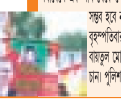

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সপ্তাহ দুয়েক আগে রাজধানী ঢাকায় একই দিনে বড় দুই রাজনৈতিক দলের মহাসমাবেশ নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। বিরোধী দল বিএনপি পুলিশকে দেয়া এক চিঠিতে জানিয়েছে যে মহাসমাবেশে এক লাখ থেকে সোয়া লাখ লোক জড়ো হতে পারে এবং তাদের হিসেবে নয়াপল্টনের এই সমাবেশ পশ্চিমে বিজয়নগর মোড় থেকে পূর্ব দিকে ফকিরাপুল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী পুলিশকে দেয়া ওই চিঠিতে বলেছেন সমাবেশে এক লাখ থেকে সোয়া লাখ মানুষ জড়ো হতে পারে। এছাড়া নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করায় তাদের পক্ষে অন্য কোন ভেন্যুতে যাওয়া সম্ভব হবে না। এর আগে বুধবার পুলিশের পক্ষ থেকে এক চিঠিতে সমাবেশের বিকল্প দুটি ভেন্যুর নামসহ কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছিলো। তার জবাবেই আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির পক্ষ থেকে পুলিশকে এ চিঠি পাঠানো হয়েছে। ওদিকে পুলিশ একই ধরনের চিঠি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকেও পাঠিয়েছে, যেখানে বায়তুল মোকাররমের বিকল্প দুটি জায়গার নাম চাওয়া হয়েছে। দলটির নেতারা ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন যে তারা তাদের নির্ধারিত জায়গাতেই সমাবেশ করতে চান। পুলিশ বলছে, দুদলের কাউকেই এখনো অনুমোদন দেয়া হয়নি। তবে ডিএমপির নির্ধারিত স্থানেই সমাবেশ করতে হবে দলগুলোকে।

গাজায় মানবতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ঃ এক স্বাস্থ্যকর্মী

জেরুসালেম (এজেন্সী) ঃ চোখের সামনে তিনি যে ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছেন, সেটি তার চেহারা দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে না। ধ্বংসস্তূপ থেকে শিশুদের নির্জীব দেহ বের করে আনা, তাঁবুতে সাদা চাদরে মোড়ানো সারি সারি মৃতদেহ এবং বিমান হামলায় মাটির সাথে মিশে যাওয়া ইমারত।

মাহমুদ বাদাভি তাঁর চোখের সামনে মানবতা গুঁড়িয়ে যেতে, পুড়তে, ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছেন।

অনেক কঠিন পরিস্থিতি আসে। একজন অ্যাম্বুলেন্স চালক হিসেবে, যা ঘটছে তার অনেক কিছুই দেখতে হয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হাত, মাথা দেহ ‑ যাই হোক, আমরা অভ্যস্ত, মাহমুদ বলেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী মাহমুদ বাদাভির অ্যাম্বুলেন্স হত্যাযজ্ঞের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ছুটে চলে। গাজার এক সরু গলিতে মাহমুদ দাঁড়ালেন, বিমান হামলায় আহত দুই শিশুকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার জন্য।

এক ব্যক্তি তার কোলে কিছু একটা নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর কোলে মারাত্মকভাবে আহত এক বালক।

গাজায় নিহতদের মধ্যে ৪০ শতাংশই শিশু। মাহমুদের এক বন্ধু যিনি আহতদের উদ্ধারকার্যে নিযুক্তদের সাহায্য করছেন, তাঁকে চিৎকার করে ওই আহত বালক সম্পর্কে আরও যত্নশীল হতে অনুরোধ করে বলেন, নাসির, ওর মাথা চৌচির হয়ে গেছে। তারপরও মাহমুদ বিচলিত না হয়ে শান্তভাব বজায় রাখেন। এমনটা নয় যে এই পরিস্থিতি তাঁকে নাড়িয়ে দিয়ে যায় না।

কিন্তু মাহমুদ যে কাজে ব্রতী, তা সুষ্ঠু ভাবে করার জন্য স্থির থাকাটা ভীষণ দরকার, যাতে তিনি আহতদের দিকে নজর দিতে পারেন, যাদের বাঁচানো সম্ভব। বিবিসির সংবাদদাতার সঙ্গে কথা বলার সময় মিসাইল বিস্ফোরণের একটা বিকট শব্দ শোনা গেল। এখানে যা অবস্থা তাতে বিরতি নাওয়ার ফুরসত আমাদের কারও নেই। পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ। এখন আমাদের খোঁজার চেষ্টা করতে হবে, কোথায় এই বিস্ফোরণ হল যাতে আহত আর মৃতদের কাছে পৌঁছতে পারি, তিনি বলেছেন।

চিকিৎসা পরিষেবার কথা জানতে চাইলে, তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, সবই চলছে।

গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত দুই সপ্তাহে ছয় হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই শিশু বলে জানা গিয়েছে।

জাতিসংঘের তরফে সতর্ক করা হয়েছে, এক তৃতীয়াংশ হাসপাতাল এবং দুই তৃতীয়াংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ করতে হয়েছে। এসব হাসপাতাল হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘ আরো জানিয়েছে যে, মজুত জ্বালানির ভাণ্ডার ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও সংকটময় হতে চলেছে। আগামী দিনে, কোন পরিষেবাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে আর কোনটা হবে না, তা নিয়ে 'কঠিন সিদ্ধান্ত' নিতে হতে পারে।

অন্যদিকে, ইসরায়েল গাজা ভূখণ্ডে কোনও রকম জ্বালানি সরবারহের বিরোধী। তাদের আশঙ্কা ওই জ্বালানি হামাসের হাতে। তারা হামাসের বিরুদ্ধে জ্বালানি লুট করার অভিযোগও করেছে।

মাহমুদ বলছেন, প্রতিনিয়ত মারাত্মক আহত মানুষ দেখতে দেখতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। গাজায় দিন, রাত প্রায় সব মিলেমিশে একাকার, যুদ্ধ চলছেই। গাজা ভূখণ্ডের এই ছোট্ট অংশ যা মাত্র ১৪১ বর্গমাইল (৩৬৫ বর্গ কিলোমিটার) জুড়ে রয়েছে, তার সর্বত্রই যুদ্ধের চিহ্ন।

ইতোমধ্যে ইসরায়েল গাজার উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত প্রায় দশ লক্ষ মানুষকে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। হামাসকে নির্মূল করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে তাই এই নির্দেশ।

কিন্তু ইসরায়েল বিমান হামলা বন্ধ করেনি। গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলের বিমান আক্রমণ কিন্তু অব্যাহত।

পালিয়ে যাব কীনা? গেলে কোথায় যাব? কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেব? ‑ গাজায় দিনরাত এসব প্রশ্ন মরিয়া হয়ে ঘুরছে মানুষের মনে।

এর অর্থ, জরুরি পরিষেবার কাজে নিযুক্ত মানুষের ঘরে ফেরা বা সুরক্ষিত আশ্রয়ে থাকার প্রশ্নও নেই।

মাহমুদ যখন তাঁর কাজে বাসা থেকে বের হন, তখন তাঁর স্ত্রী আর ছয় সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন। একই সাথে তার পরিবারের সদস্যরাও মাহমুদের নিরাপত্তার জন্য চিন্তায় থাকে।

যেদিন বোমার হানা তীব্র হয়, মাহমুদ চেষ্টা করেন, প্রতি ঘণ্টায় বাড়িতে ফোন করে কথা বলতে। কিন্তু টেলিফোন মারফত যোগাযোগ করাও কঠিন।

পরিবারের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করাটাও ভীষণ কঠিন। বাড়ির সকলে সুরক্ষিত আছে কীনা সেটুকু জানার জন্যও যতটুকু পরিষেবা প্রয়োজন তাও অনেকসময় থাকে না, মাহমুদ বলেছেন।

সংসার চালাতে মাহমুদ কঠিন পরিশ্রম করেন। সঙ্গে তাঁর সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার তীব্র আকাঙ্খা। মাহমুদের এক মেয়ে ডাক্তার হতে চায়, বাবা ‑ই তাঁর অনুপ্রেরণা। আর সঙ্গে রয়েছে গাজায় থাকাকালীন চোখের সামনে দেখা যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

মাহমুদের এক ছেলেও রয়েছে যে নার্স হিসেবে কাজ করতে চায়। অন্য এক মেয়ে শিক্ষিকা হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

রাত ঘনিয়ে এলে এক সময় বোমা হানায় ছেদ পড়ে। মাহমুদ একটু থামেন, তারপর অ্যাম্বুলেন্স এবং ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়ান। তাঁর বাঁ হাতে ধরা স্ট্রেচার। পরের জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকেন মাহমুদ। উত্তেজনা ক্রমশ কমে আসে।

কোনও অনুভূতিই যেন ছুঁতে পারে না তাঁকে। কিছুক্ষণের জন্য আবেগশূন্য হয়ে পড়েন তিনি, চোখ চলে যায় দূরে। যা কিছু তিনি দেখেছেন সেজন্য তার দু'চোখ কষ্টে ভরা।

'নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে' অভিযান চালাতে গাজায় ঢুকেছে ইসরায়েলি ট্যাঙ্ক

গাজা ঃ ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ গাজার উত্তরাঞ্চলে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে রাতভর 'সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু'তে অভিযান চালিয়েছে। তারা বলেছে যুদ্ধের পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এ অভিযান চালানো হয়েছে। 'অনেক সন্ত্রাসী সেল, অবকাঠামো এবং অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে ব্যবহৃত স্থাপনা'য় আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযানের ভিডিও পোস্টে বলা হয়েছে।

এতে বলা হয়, এরপর সৈন্যরা ওই এলাকা ত্যাগ করে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ফিরে আসে।

এর আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, ইসরায়েল গাজায় স্থল অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু এই অভিযান কখন চালানো হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোন জানাতে রাজি হননি তিনি।

তবে বিবিসির যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচার অংশীদার সিবিসি জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি স্থল অভিযান পেছানো হয়েছে।

তবে এই বৈঠকের ছবিটি তারা ইচ্ছা করেই প্রকাশ করেছে যাতে আংশিকভাবে হলেও সেটি ইসরায়েলের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তারা আংশিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে কারণ তাদের নিজেদের উপরও চাপ রয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় বলা হচ্ছে যে, তারা ইসরায়েলে আঘাত করার কথা বলেছে এবং এখন যখন সুযোগ এসেছে তাহলে অনেকেই বলছেন, এখন কেন তুমি করছো না? আমি অনেক ফিলিস্তিনিকে বলতে শুনেছি, হেজবুল্লাহ আমাদের হতাশ করেছে।

ইরান যে এই বিষয়টি চায় সে বিষয়ে তেমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।

ইরান এবং তার লেবানিজ মিত্রদের প্রতিহত করার জন্যই আমেরিকা এরইমধ্যে একটি যুদ্ধ জাহাজ বহর ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন করেছে এবং আরেকটি বহর গালফ উপসাগরে পাঠানো হচ্ছে। খান ইউনিসের নাসার হাসপাতাল থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরের একটি তিন তলা ভবনে

এর আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, তেল আবিব থেকে টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, স্থল অভিযানটি কখন থেকে শুরু করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার ঐক্যমতের ভিত্তিতে নেয়া হবে।

আমরা এরইমধ্যে হাজার হাজার সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছি এবং এটা শুরু মাত্র, বলেন তিনি।

একই সাথে আমরা একটি স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি বলতে চাই না যে সেটি কখন, কিভাবে বা কতজন থাকবে। স্থল অভিযান নিয়ে আমরা কী কী বিষয়ে হিসাবনিকাশ করছি সে সম্পর্কেও বিস্তারিত বলতে চাই না আমি, সাধারণ মানুষ এগুলো সম্পর্কে কিছু জানে না এবং এটাই হওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, ৬ই অক্টোবরের আগে যেমনটা ছিল ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সেই স্থিতিশীল অবস্থানে ফিরে যাওয়ার আর কোন সুযোগ নেই।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, মঙ্গলবার ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধের বিষয়ে তার দেয়া একটি বিবৃতির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, বিবৃতিতে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইসরায়েলে ঘটিত 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের' নিন্দা জানান তিনি। সেখানে তিনি আরো বলেছেন, এই হামলা বিনা কারণে হয়নি। তার প্রকৃত বিবৃতিতে মি. গুতেরেস বলেন ঃ ফিলিস্তিনি মানুষের দুঃখদুর্দশা হামাসের হামলাকে বৈধতা দিতে পারে না।

এদিকে গাজায় জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে জরুরী চিকিৎসা সেবা বাদে আর সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে হাসপাতালগুলো।

ইসরায়েল গাজায় জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে এবং অভিযোগ তুলেছে যে হামাস এগুলোর মজুদ করে রেখেছে।

গাজায় থাকা হামাসের পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, গত সাতই অক্টোবরের পর থেকে ইসরায়েলের হামলায় এখনো পর্যন্ত সাড়ে ছয় হাজার মানুষ মারা গেছে।

ইসরায়েলে হামাসের হামলায় কমপক্ষে ১৪০০ জন নিহত হয়। এছাড়া আরো দুই শতাধিক মানুষকে গাজায় জিম্মি করে রাখা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, হামাস ও ইসলামিক জিহাদের নেতারা লেবাননে হেজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহর সাথে বৈঠক করছেন। হেজবুল্লাহ হচ্ছে লেবাননের শিয়া সশস্ত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় একটি গোষ্ঠী।

লেবাননে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী। একে লেবানন সরকারের চেয়েও শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। হেজবুল্লাহর সামরিক শাখা ইরান সমর্থিত, প্রশিক্ষিত এবং সশস্ত্র। ওই এলাকায় ইরানের সম্মুখ প্রতিরক্ষা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করা হয়। এই গোষ্ঠীটির কাছে দেড় লাখের মতো বিভিন্ন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র এবং হাজার হাজার প্রশিক্ষিত যোদ্ধা রয়েছে। এসব যোদ্ধাদের সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এ সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ শঙ্কাটি হচ্ছে, লেবাননে ইসরায়েল এবং হেজবুল্লাহর মতো শক্তিশালী একটি বাহিনীর মধ্যে একটি যুদ্ধ বাধতে পারে।

বিবিসির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জেরেমি বোয়েন বলেন, তিনি মনে করেন এই তিনটি গোষ্ঠী পুরো সময়টা জুড়েই আলোচনা চালিয়ে গেছে।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় একটি বড় বিমান হামলা হয়েছে।

এই হামলায় অন্তত ৫০ জন হতাহত হয়েছে। অনেকে বেঁচে আছে, অনেকে মারা গেছে। হতাহতদের উদ্ধারে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অনেক অ্যাম্বুলেন্স।

খান ইউনিস হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে উত্তরাঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের দক্ষিণে সরে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল। এই স্থান নিরাপদ হওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, বিমান হামলার এক তৃতীয়াংশ এই অঞ্চলকে লক্ষ্য করে চালানো হচ্ছে। আর যারা নিহত হয়েছে তাদের অন্তত অর্ধেকই এই কথিত 'নিরাপদ এলাকায়' হয়েছে। হতাহতদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো। জরুরী নয় এমন বিভাগ যেমন কিডনি ডায়ালাইসিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যাতে করে জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনা যায়।

খান ইউনিস থেকে বিবিসির প্রতিবেদক রুশদি আবুআলুফ বলেন, আমরা জানি না যে, এই এলাকায় জ্বালানি কখন আসবে। জাতিসংঘ বলছে, আমাদের ৪০ হাজার ট্রাক দরকার। সেখানে এ পর্যন্ত আমরা ৫০টির মতো পেয়েছি।

আলজাজিরা মিডিয়া নেটওয়ার্ক বলেছে, তাদের গাজা প্রতিনিধির স্ত্রী এবং দুই শিশু ইসরায়েলি বিমান হামলা নিহত হয়েছে। তারা গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে পালিয়ে এসে দক্ষিণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিমান হামলার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোন উত্তর দেয়নি ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

ওয়ায়েল আলদাহদুহ তার স্ত্রী আর ছেলে মেয়ের মরদেহ নিয়েই সরাসরি সম্প্রচারে যোগ দেন। আলজাজিরা বলছে, তারা গাজা উপত্যকার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল যেখানে ইসরায়েলের বিমান হামলাটি হয়। প্রতিবেদক জানান, তারা ইসরায়েলি নির্দেশনা মেনে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে পালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে চলে এসেছে।

এক বিবৃতিতে আলজাজিরা বলে ঃ আলজাজিরা মিডিয়া নেটওয়ার্ক আমাদের সহকর্মী ওয়ায়েল আলদাহদুহ এর প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে যার পরিবার ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছে।

গাজায় মানবিক সহায়তা পরিচালনাকারী জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত আসতে পারে। জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। ইউএনআরডাব্লিউএ এর মুখপাত্র জুলিয়েট টুমা বিবিসিকে বলেন, তারা ধারনা করছেন যে, তাদের কর্মকাণ্ড কমিয়ে আনতে হবে। আগামী কয়েক ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা আশা করছি যে ইউএনআরডাব্লিউএ এর জন্য যে জ্বালানি পাঠানো হয়েছে সেগুলো চলে আসবে, বিবিসি নিউজকে তিনি বলেন।

জ্বালানির সরবরাহ ছাড়া, এটা ছাড়া হয়তো আমাদের এমন কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেটি সাধারণত কোন ত্রাণ সংস্থা নিতে চাইবে না। আর সেটা হচ্ছে, গাজা উপত্যকায় যেসব মানুষদের আমাদের সহায়তা সবচেয়ে বেশি দরকার তাদের জন্য মানবিক সহায়তা বন্ধ করে দিতে হবে আমাদের। গাজায় যদি জ্বালানি না আসে তাহলে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আনা ইসরায়েল ও গাজায় ত্রাণ সহায়তা প্রবেশ করতে দেয়ার জন্য 'মানবিক বিরতি' দিতে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থাপিত প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে চীন ও রাশিয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যে বন্দুক হামলায় অন্তত ১৬ জন নিহতের আশঙ্কা

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যের লিউইস্টন শহরে পুলিশ সতর্ক করে বলেছে যে ওই এলাকায় এক বন্দুকধারী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার বন্দুক হামলায় অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছেন। লিউইস্টনের পাশাপাশি কাছের শহর লিসবনের বাসিন্দাদের পাশাপাশি নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে। পুলিশ বলছে সন্দেহভাজন বন্দুকধারীর নাম রবার্ট কার্ড এবং তার বয়স ৪০ বছরের মতো। তাকে অস্ত্রধারী এবং বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তারে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শত শত পুলিশ সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়েছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে এবং তাকে আপডেট করা হবে। বন্দুক হামলায় আরও অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছে বলে একাধিক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। যদিও ওইসব সূত্রের দেয়া তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিলি জেইন কুক, যিনি লিউইস্টনের সিটি কাউন্সিলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তিনি বিবিসি নিউজ চ্যানেলকে বলেছেন যে বন্দুক হামলার খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত একটি অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বাড়ি ফেরা পর্যন্ত পুরো পথে আমি শুধু সাইরেনের শব্দ শুনেছি। একের পর এক সাইরেন, তিনি বলেন। হেলিকপ্টারের শব্দ, সাইরেনের শব্দ, আমি এই শহরে এত কঠিন পরিস্থিতি আগে কখনও দেখিনি। আমাদের এখানে রাজ্যের সব পুলিশ ছুটে এসেছে, রাজ্যের বাইরে থেকেও পুলিশ আসছে। পুরো শহর লকডাউনে রয়েছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ। আপনি হয়তো ভাবেননি যে এ ধরণের ঘটনা কখনও ঘটতে পারে। কিন্তু এবার এমনটাই হয়েছে। মেইন রাজ্যের পুলিশ এক্স বা সাবেক টুইটারে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, লিউইস্টনে একজন বন্দুকধারী বিচরণ করছে। আমরা স্থানীয়দের নিজ নিজ জায়গায় আশ্রয় নিতে বলছি। অনুগ্রহ করে দরজা বন্ধ করে আপনার বাড়ির ভিতরে থাকুন। লিউইস্টন পুলিশ বলেছে যে, তারা দুটি জায়গা থেকে ওই বন্দুকধারীর বিষয়ে তথ্য পেয়েছেন। একটি হল স্কিমেনজিস নামে একটি রেস্তোরাঁ এবং স্পেয়ারটাইম রিক্রিয়েশন নামে একটি বোলিং খেলার স্থান থেকে। এই দুই জায়গার মধ্যে দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার বা চার মাইলের মতো, গাড়ি চালিয়ে যেতে ১০ মিনিটের মতো সময় লাগে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, মেইন অঙ্গরাজ্যের জননিরাপত্তা বিভাগের কমিশনার মাইকেল সাউশাক বলেছেন, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটার দিকে গোলাগুলি শুরু হয় এবং একাধিক মানুষ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় হাসপাতাল দ্য সেন্ট্রাল মেইন মেডিকেল সেন্টার বলেছে যে, এলোপাতাড়ি বন্দুক হামলার কারণে এতো মানুষ হতাহত হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য এলাকার অন্যান্য হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে বলে তারা জানায়। অ্যান্ড্রোসকগিন কাউন্টি শেরিফের অফিস সন্দেহভাজন ব্যক্তির দুটি ছবি প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে যে সে একজন বিপজ্জনক পলাতক ব্যক্তি এবং তাকে শনাক্ত করার জন্য তারা জনসাধারণের সাহায্য চেয়েছে।

শেরিফ অফিসের প্রকাশ করা ছবিতে বাদামী সোয়েটার পরা একজন দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একটি ভবনের দিকে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে।

বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রাজ্য পুলিশের বুলেটিনের বরাত দিয়ে বলছে, সন্দেহভাজন হামলাকারী একজন আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষক। যিনি মেইন অঙ্গরাজ্যের সাকো শহরের একটি সেন্টারে মার্কিন সেনাবাহিনীর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে একটি মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছুদিন ছিলেন এবং ওই ঘাঁটিতে গুলি করার হুমকি দিয়েছিলেন।

পুলিশ একটি সাদা গাড়ির ছবিও শেয়ার করে বলেছে যে এর সামনের বাম্পারটি কালো রঙের বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং কেউ এই গাড়িটি চিনতে পারলে তাকে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মি. সাউশাক বলেছেন যে, লিসবনের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে কারণ গাড়িটি ওই এলাকায় দেখা গিয়েছে।